বামাতোষিণী।

শ্রীপ্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যা
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৮৮ সাল।

ইংরাজী ১৮৮১।

বামাতোষিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণনগরের প্রান্তভাগে গোপালচন্দ্র দেব বাস করিতেন। তিনি কায়স্থ, সৎকুলোদ্ভব ও উচ্চচরিত্র ছিলেন। দেশের প্রথা নুসারে অল্প বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু পত্নীকে প্রাণপণে শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে প্রকৃত ধর্ম্মপত্নী করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বদা একত্র হইয়া কিরূপে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের এক কন্যা ও এক পুত্র হইল।

বাটীর নিকটে কতকগুলি গোয়ালা বাস করিত। গরুর গোবর পচাইয়া তাহারা কৃষকদিগকে বিক্রয় করিত, তাহাতে সমস্ত পল্লির বায়ু দুর্গন্ধে দূষিত হইত। যে স্থলে হউক বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যরক্ষার্থে অতিশয় প্রয়োজনীয়। যেস্থানে বায়ুর বিশুদ্ধতা না হয় সে স্থানে পীড়ার প্রারম্ভ। যাহারা নিশ্বাসের দ্বারা দূষিত বায়ু গ্রহণ করে তাহারাই পীড়িত হয়। বাটীর খিড়্কির নিকট একটী পুষ্করিণী ছিল, তাহা গভীররূপে খনিত হয় নাই, জল সর্ব্বদা পানায় পূর্ণ থাকিত ও ঐ জল যাহারা পান করিত তাহাদের অজীর্ণ রোগ হইত। গোপাল স্বাস্থ্য রক্ষা কিরূপে হয়, তাহা অবগত ছিলেন। কিন্তু পৈতৃক

ভদ্রাসনের প্রতি মায়াপূর্ণ হইয়া ভদ্রাসন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদাই পীড়া হইত, বৈদ্য ডাক্তার সর্ব্বদাই আসিতেছেন, একটা না একটা রোগ লেগে রহিয়াছে, নেতুড় মরে না। গোপালের ভার্য্যা বড় গুণবতী,— ভর্ত্তাকে কহিলেন, দেখিতেছি আপনার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইতেছে। চিকিৎসাতে যে ব্যয় হইতেছে তাহা সন্তানাদির শিক্ষার্থে হইলে উপকার হইত, অতএব যাহা শ্রেয়ঃ হয় তাহা আপনি করুন। গোপাল ভার্য্যার কথা শুনিয়া স্থির করিলেন যে, ভদ্রাসন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। রয়াপার্কের নিকট ভূমি উচ্চ, বায়ু বিশুদ্ধ, বারি নির্ম্মল, ঐ স্থানে পরিবার লইয়া উঠিয়া গেলেন। আসিবার কালীন পল্লির স্ত্রীলোকেরা আসিয়া বলিতে লাগিল, এ কার্য্য কেহ কি করে? ভদ্রাসন ছেড়ে কে উঠিয়া যায়? পলাইয়া গেলে কি রোগ ছাড়্বে? গোপাল বাবুর স্ত্রী অবুঝ্ স্ত্রীলোকদিগের কথায় কিছু উত্তর না করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া যাত্রা করিলেন। রয়াপার্কনিকটস্থ ভবনে আসিয়া গোপাল বাবু ও তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা, সকলে আরাম পাইতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে কি কি প্রয়োজনীয় তাহা উত্তমরূপে প্রতীয়মান হইল।

গোপাল এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। বেতন সামান্য, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কিঞ্চিন্মাত্র অপব্যয় করিতেন না। তিনি বিশেষরূপে তদারক করিতেন যে, আহারীয় দ্রব্যাদি পীড়াজনক না হয়, অথচ যাহার মূল্য অল্প, ও যে জল পান করিতে হইবে তাহা নির্ম্মল জল হয়। তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ বিশেষ অনু-

সন্ধানপূর্ব্বক গৃহীত হইত ও পচা মৎস্য বাটীতে আনীত না। বস্ত্রাদি যাহা টেক্‌সই ও যাহার অধিক মূল্য নহে, খরিদ হইত। বস্ত্রাদি সেলাই বাটীতেই হইত। পরিমি যতদূর স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হইত।

সন্ধ্যাকালে গোপাল, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা লইয়া ঈশ্বর-উপাসনা করিতেন, ও ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতেন বালক ও বালিকা দিবসে কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন ও দিগের চিত্ত কিরূপ ছিল, তাহার নিকাস লইতেন। তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমরা কোনরূপে রাগ দ্বেষ প্রকাশ নাই, তোমাদিগের চিত্ত শান্ত ছিল কি? তোমরা কাহ কটু বাক্য ত কহ নাই? সকলের প্রতি স্নেহ ও ভাবেতে ত ছিলে? পশুপক্ষীদিগের প্রতি কোন নি ত কর নাই? স্ত্রী, স্বামীর প্রশ্নোত্তরপ্রণালীর গুণ জানিয়া তদ্রূপ শিক্ষা অতি সুন্দররূপে দিতে তেন। পল্লীর অন্যান্য বালক ও বালিকা তাঁহার আসিত, তিনি তাহাদিগকে আদর ও স্নেহভাবে স প্রদান করিতেন।

গোপালের স্ত্রীর নাম শান্তিদায়িনী, কন্যার নাম ভাবিনী ও পুত্রের নাম কুলপাবন।

গোপাল ও তাঁহার পরিবার কিরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।

ত্রিযামা অবসান্ না হইতে হইতেই প্রাতঃসমীরণ ব থাকে। পক্ষী সকল যেন কারারুদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তি

[illegible]পানে নানারবে ডাকিতে আরম্ভ করে। এই সময় গোপাল [illegible]কন্যা ও পুত্র লইয়া রয়াপার্কে পরিভ্রমণার্থে গমন করেন। [illegible]কেই বায়ুসেবনার্থে দ্রুতগমন করেন; গোপাল শারীরিক [illegible]জন্য দ্রুতগতিতে চলিতেন। শান্তিদায়িনী, ভক্তিভাবিনী ও কুলপাবনের হস্তধারণপূর্ব্বক মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতেন। চতুর্দ্দিকে উদ্ভিদ্, গুল্ম, লতা ও বনস্পতি—নানাপ্রকার শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট, নানাবর্ণীয় নানাপ্রকার ও নানাগন্ধীয় পুষ্পে শোভিত ও নানা মনোহর ফলে ভারাক্রান্ত। এক এক দৃশ্য [illegible]নে অনেক জিজ্ঞাস্য, অনেক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। সকল এককালীন ভাবিতে গেলে চিত্ত অভিভূত হয়; তথাপি কন্যা ও পুত্র, মাতাকে প্রশ্ন করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। মাতা কাহাকে অঙ্কুর বলে, অঙ্কুর হইতে কিরূপে ফুল, ফুল হইতে কিরূপে ফল হয়, ও ফুলের পাব্‌ড়ি পর্য্যন্ত নিষ্প্রয়োজনীয় [illegible] তাহাও বুঝাইয়া দিতেন। জীবের যেরূপ পিতামাতা [illegible]ছ, পুষ্পেতে ও উদ্ভিদের পিতামাতা দৃষ্টিগোচর হয়। [illegible]কবালিকা এরূপ উপদেশে চমৎকৃত হইত ও নির্জ্জনে [illegible]ার অনন্ত শক্তি ভাবিত। তপনের তাপ প্রখর হইবার [illegible]রম্ভে, গোপাল তাঁহার পরিবার লইয়া বাটী প্রত্যাগমন [illegible]রিতেন। পরে স্নান করিয়া যথাজ্ঞান শক্তিঅনুসারে ঈশ্বর [illegible]াসনা করিতেন। তাহার পর শান্তিদায়িনী অন্নব্যঞ্জন [illegible]স্তুত করিতেন; পতি, পুত্র ও কন্যাকে ভোজন করাইয়া [illegible] ও দাসীকে ভোজন করাইতেন, অবশিষ্ট যাহা থাকিত [illegible]হা আপনি গ্রহণ করিতেন। ইতিমধ্যে যদি কাঙ্গালিনী [illegible]সিয়া বলিত, মা গো! এক মুঠা ভাত দেও, খিদেতে পেট

জ্বলিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে আপন আহার
তাহার পরিতোষার্থে অন্নব্যঞ্জন দিতেন। দিবসে নিদ্রা
যাইয়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিতেন।

সৎ-মাতা হইলেই সৎসন্তান হয়। কন্যা ও পুত্র,
মাতার অনুকরণ করিতে চাহে। বিশেষতঃ মাতা,
অপেক্ষা শিক্ষাদায়িনী। প্রকৃত শিক্ষা তিরস্কার বা দ
দ্বারা প্রদত্ত হয় না। মাতা স্বীয় কোমল ও স্নেহযুক্ত
অঙ্গস্পর্শনে ও মুখচুম্বনে বালহৃদয়ে যেরূপ উন্নতিভাব
করিতে পারেন সেরূপ শিক্ষকের দ্বারা হইতে পারে
জগতের প্রধান শিক্ষক নারী—নারীতেই কোমল
ভাব নিহিত, ঐ ভাবে পুরুষ সংস্কৃত হইলে উন্নতি-সো
প্রাপ্ত হয়। অনেক মহৎ মহৎ লোক মাতাকর্তৃক শি
এজন্য কথিত আছে, উত্তম মাতা হইলে উত্তম সন্তান হয়।

শান্তিদায়িনী কিয়ৎকাল পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শি
কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে
কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। নানাপ্রকার সেলাই, নানাপ্র
পশমের বুনন, নানাপ্রকার গহনা গড়ন, নানাপ্র
ছবি লেখা—পেনসিল্ ও অয়েল্ পেনটিং, নানাপ্রকার
এই সকলই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে স্ত্রীলো
নানা বিদ্যা ও নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম করিতে জানিতেন
মুসলমানদিগের সময়ে হিন্দুস্ত্রীলোকেরা হীনতা প্রাপ্ত
কিন্তু ধর্ম্মভাব যাহা তাহাদিগের হৃদয়ে প্রেরিত হইয়াছিল,
উন্মূলিত হয় নাই। যে কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মসুধা একবার
করিত, সে অন্যকে ঐ আস্বাদন প্রেরণ করিত। শান্তিদা

দেখিতে অনেক স্ত্রীপুরুষ আসিতেন ও এই কারণবশতঃ ন্য স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্যে অনুরাগ জন্মিত। সন্ধ্যার কালে শান্তিদায়িনী রাত্রির আহার প্রস্তুত করিতেন। একদিন ভিজা কাষ্ঠজন্য উনুন জ্বলিত না, ফুঁ দিতে দিতে জল আসিত; তাহার ক্লেশ দেখিয়া অন্যান্য বামারা ত, আহা, কি ক্লেশ! দুই এক আনা দিলে ভাল শুক্‌নো কাঠ লে, অল্প ব্যয়তরে এত দুঃখ কেন? শান্তিদায়িনী বলিতেন, মীর আয় যৎসামান্য; যদি আমার ক্লেশে তাঁহার ব্যয় অল্প য় তাহা করা আমার কর্ত্তব্য, এজন্য দিদি দুঃখিত হইও না। ক্লেশ সহ্যতে বিশেষ উপকার। কন্যা কথন কথন বলিত, মা! তোমার বড় ক্লেশ হইতেছে, আমাকে এ কার্য্য শিথিতে দেও, তুমি উঠিয়া আইস, আমি উনুনের নিকট বসি। মাতা কন্যার উপকারজন্য কথন কথন সম্মত হইতেন। বৈশাখ মাসে বাটীর দ্বারের নিকট গো, মহিষ, ছাগ, মেষ ও পক্ষী-দিগের পানার্থে গামলায় জল থাকিত, তাহার নিকট কন্যা ও পুত্র বসিয়া থাকিত; যে জন্তু ও পক্ষী জলপান করিতে আসিত তাহাকে তাহারা উৎসাহ দিতেন ও কোন তৃষ্ণান্বিত ব্যক্তি আসিলে তাহাকে জল দিবার অগ্রে মাতার নিকট হইতে ছোলা অথবা বাতাসা আনিয়া দিতেন। পিপাসিত ব্যক্তিবা জলপানের পর আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইত।

বৈকালে গোপাল বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন। পত্নী, পুত্র ও কন্যার প্রতি স্নেহপ্রকাশপূর্ব্বক তিনি জলযোগ করিয়া তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রম্যপার্কে গমন করিতেন। উষাকালে যেরূপ উদ্যানের মনোহর দৃশ্য, বৈকালেও সেরূপ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বালিকা-বিদ্যালয়।

কৃষ্ণনগরের ইংরাজটোলার নিকট একটি বালিকা-বিদ্যালয় ছিল। ঐ বালিকা-বিদ্যালয় কতিপয় বিবি ও এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকের আনুকূল্যে স্থাপিত হয়।

ভদ্র ভদ্র ইংরাজ বিবি ও বাঙ্গালিরা মধ্যে একত্র হইয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক কথোপকথন করিতেন। নানা ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ করিতেন। কোন কোন এতদ্দেশীয় কহিতেন, পূর্ব্বকালে এদেশে স্ত্রীলোকেরা ভালরূপে ধর্ম্ম উপদেশ পাইতেন, শিল্পকার্য্য শিখিতেন ও নৃত্য গীত শিক্ষা করিতেন। কোন কোন সাহেব বলিতেন যে, বালিকারা মাতার নিকট হইতে অনেক শিক্ষা করে। বিলাতে প্রত্যেক বাটীতে সমস্ত পরিবার রাত্রিতে আগুন পোয়াইতে পোয়াইতে অনেক কথাবার্ত্তা কহে; ঐ সময়ে বালকবালিকারা অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী এই যে, শিশুদিগের জন্য বিশেষ বিশেষ বিচিত্রিত পুস্তক তাহাদিগের হস্তে দিলে তাহারা নানাপ্রকার প্রশ্ন করে, তখন মাতা, কি পিতা, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী স্নেহ ও মুখচুম্বনের সহিত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। বালশিক্ষার প্রথম অঙ্গ চক্ষু কর্ণকে আকর্ষণ করা, পরে মনেতে গল্পের ছলে শুদ্ধ ভাব প্রেরণ করা ও ঐ ভাবের দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, সত্য ও সাহসের প্রতি অনুরাগ, জন্মান। শিক্ষা কোনপ্রকারেই বলপূর্ব্বক

প্রদত্ত হইতে পারে না। কৌশলের দ্বারা শিখিবার প্
উদ্রেক হইলে উপদেশবারি দিতে হইবেক। এ
পরিষ্কার স্থানে থাকা, পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরা,
কর দ্রব্য আহার করা, শারীরিক বলজন্য বায়
ও কসরত করা শিখাইতে হইবেক। রাত্রিতে যে গৃহে
শোয়াইতে হয় সেখানে একত্রিত হইলে মহাত্মা ও প
কারীদিগের জীবনবৃত্তান্ত ও ধর্ম্মকর্ম্মের মাহাত্ম্য পুনঃ
বলা কর্ত্তব্য। এইরূপে বালক ও বালিকার হৃদয় সৎ
অঙ্কুরিত হয়। মধ্যে মধ্যে উদ্যানে বালকবালিকাদিগকে
যাওয়া আবশ্যক; তথায় নানাজাতীয় বৃক্ষ ও পুষ্প দে
তাহাদিগের মনোনেত্র ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থ
পিতামাতার এই কর্ত্তব্য যে, বালক ও বালিকাদিগের
জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ দৃঢ়ীভূত করিয়া দেন,
হইলে পরে তাহারা ঐ উপদেশ অনুসারে চলিয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় একজন বলিলেন, স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক আমার
জানা আছে। কেনিলন বলেন, স্ত্রীলোকের তিন কা
সংসারের কার্য্য করা, স্বামিকে সুখী করা ও সন্তানদি
শিক্ষা দেওয়া। সেন্টফোর্ড বলেন, বালকবালিকাদি
প্রতিদিন যাহা ঘটিবে, মাতা তাহা লইয়া যেন এক
উপদেশের মালা গাঁথিয়া দিবেন।

একজন বিবি বলিলেন, বিলাতে ধনী লোকেরা অ
আপন বাটীতে কন্যাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন। মধ্য
লোকেরা পাঠশালাতে শিক্ষা দেয়। স্কটলণ্ডে, এমেরি
বালক ও বালিকা একত্রে পাঠ করে। স্ত্রীশিক্ষাবি

...লিয়েন বোনাপার্টির ও বিবি কাম্পনের সহিত কথোপ- ... হইয়াছিল। নেপলিয়েন বলিলেন, লোকদিগের শিক্ষা ... হইতেছে না কেন? ঐ বিবি বলিলেন, ভাল মাতা নাই। ...লিয়েন বলিলেন, অগ্রে ভাল মাতা যাহাতে হয় এমত চেষ্টা ... আর একটি কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। একজন মাতা ... পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ছেলেকে কোন সময় অবধি ... দিতে হইবে। পাদ্রি বলিলেন শিশু প্রস্তুত হইলে তাহার মুখে হাস্য দেখা দিবার সময় অবধি শিক্ষা আরম্ভ হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মাতার মুখচুম্বনে শিশুর শিক্ষা হইতে পারে।

...লিকা-বিদ্যালয়ে অনেকের অনুরাগ ছিল। উত্তম প্রণা... ...তে চলিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শিশুশিক্ষা।

...পালের বাটীর প্রান্তভাগে একজন ডুলে থাকিত। সে ...য়ে উঠিয়া কর্ম্ম করিতে যাইত। তাহার স্ত্রী হাটে ... বাজারে যাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। তাহাদিগের ...টী পুত্র ছিল, সে পল্লিতে দৌরাত্ম্য করিয়া জিনিষ পত্র কেড়ে ...ড়ে আনিত। রাত্রিতে ডুলে বাটীতে আসিয়া তাড়ি খাইয়া ... করিত,—

"বাবলার ফুল লো কাণে লো ডুললি।
মুড়ি মুড়কির নাম রেখেছ রূপলি সোণালি।"

অধঃপাতে গমন করে তখন তাহাদিগের সংশোধন করা বড় কঠিন।

এই কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে দ্বার ঠেলিবার শব্দ হইতে লাগিল। কে গা ও—কেগা ও? আমি শান্তিপুরের পিশিপেৎনী। শান্তিপুরের পিশিপেৎনী? ও অম্বিকে বাছা দ্বারটা খুলে দেতো। অম্বিকা দ্বার উদ্ঘাটনের পূর্ব্বে আপনা আপনি বলিতেছে—পিশিপেৎনী, এমন পোড়া নামতো বাপের জন্মে শুনি নাই। দ্বার খুলিবা মাত্রেই একজন স্থূলাঙ্গী, এক বোঝা লেপ কাঁথা মস্তকে, দেখা দিল—কেশ তৈল বিহনে শুক্ন সজনা খাঁড়ার ন্যায় ছড়িয়া পড়িয়াছে, দন্ত অপরিষ্কার, বস্ত্র মলিন, মুহুর্মুহুঃ হাই তুলছেন ও তুড়ি দিচ্ছেন ও বলিতেছেন, আমার নাম পিশীপেৎনী। কন্যা ও পুত্র এই মাগীর আকার প্রকার দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, মাতা নয়নভঙ্গি দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, আপনি কে ও কি নিমিত্ত এখানে আগমন?

জিজ্ঞাসিত রমণী বলিল, মা! আমি বড় দুর্ভাগিণী, আমার পিত্রালয় আবাস হৈমপুর, জন্মাবধি আমি স্থূলাঙ্গী, কুরূপা, এজন্য আমাকে সকলে ঘৃণা করিত, কিঞ্চিৎকাল আমি কিছু লেখা-পড়া করিয়াছিলাম কিন্তু পড়িলেই জ্ঞান হয় না। স্ত্রীলোকের কিরূপ চলা উচিত, স্বামির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় ও সন্তানদিগকে কি প্রকার লালনপালন ও শিক্ষা দিতে হয় তাহা আমি কিছুই জানিতাম না। গৃহ পরিষ্কার রাখিতে হয় তাহা জানিতাম না, দ্বার জানালা সর্ব্বদা বন্ধ করিয়া থাকিতাম, বায়ুর সঞ্চালন হইত না, কুজাতে পানা পষ্করিণীর জল রাখিয়া

সকলকে পান করিতে দিতাম। এই সকল দেখিয়া আমার পিতা আমার নাম পিশিপেৎনী রাখিয়াছিলেন। আমার যৌবনাবস্থা হইলে বর অন্বেষণার্থে পিতা চেষ্টান্বিত হইলেন, কিন্তু আমার রূপ ও নামের গুণে কেহই নিকটে আসিল না। অবশেষে এক বে-পাগ্‌লা বর হটাৎ আসিয়া আমাকে বিবাহ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত শান্তিপুরে আসিয়া তাঁহাকে শান্তিস্বরূপ দেখিতে লাগিলাম। পাতিব্রত-ধর্ম্ম শৈশবাবস্থায় শুনিয়া ঐ ধর্ম্মে অনুরাগিণী হই; এক্ষণে কার্য্যদ্বারা ঐ ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে লাগিলাম। এজন্য আমার কুরূপ পতির নিকট সুরূপ হইয়াছিল। কালেতে আমার একটি পুত্র হইল। অতিশয় স্নেহেতে মত্ত হইয়া পুত্রকে সর্ব্বদাই বুকের উপর রাখিতাম, চক্ষের অন্তর হইতে দিতাম না। ছেলেটি কোন উপদ্রব করিলে কেহ যদি কটু কহিত, অমনি আমি রায়বাঘিনীর ন্যায় তাহার উপর ঝাপিয়ে পড়িয়া দশ কথা শুনাইয়া দিতাম। আমি বলিতাম, ও আমার কেলেসোনা, ও আমার হৃদের গোপাল। বল্‌তে হয় পোড়া লোক আমাকে বলুক। এই আস্‌কারায় ছেলে ধিং ধিং করিয়া নাচিয়া বেড়াইত। এই বেহিসিবি আদর পাইয়া ছেলে বদমাইসি শিক্ষা করিতে লাগিল। গুরুমহাশয়কে ক্যাৎ ক্যাঁৎ করিয়া লাথি মারে; গুরুমহাশয় ধরিতে আসিলে ইট ছুড়িয়া তাঁহার মুখ রক্তারক্তি করিত। যিনি ইংরাজি পড়াইতেন তাঁহার কাঁদে উঠিয়া নাচিত। লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া নানা রকম উপদ্রব ও দাঙ্গা হেঙ্গাম করিতে লাগিল। আমাকে মা বলিয়া না ডেকে পিশিপেৎনী বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। পতি এক একবার বলিতেন,

ছেলেটাকে আদর দিয়া একেবারে ভূত কর্‌লে ; এমত পুত্র থাকা আর না থাকা সমান কথা। পরে স্বামীর কাল হইল, তাঁহার বিষয়াদি পাইয়া ছেলে আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। আমি অনাথিনীর ন্যায় ভ্রমণ করত শুনিলাম যে, আপনি কন্যা পুত্রকে উত্তম শিক্ষা দিতেছেন ; কুশিক্ষিত পুত্রের জ্বালায় জ্বলিয়া পোড়া চক্ষে আপনাদের দেখিতে আসিয়াছি। মা! সৎশিক্ষা না হইলে ধৰ্ম্মে মতি হয় না ও ধৰ্ম্মে মতি না হইলে হিতাহিত জ্ঞান হয় না। এক একবার এই দুঃখ হয় যে, ছেলেটির সর্ব্বনাশের মূলই আমি, যদি বাল্যাবস্থাবধি পুত্রটি সুশিক্ষিত হইত, তবে আমার পুত্রটি কুলপাবন পুত্র হইত। দেখিতেছি মায়ের দোষে ও গুণে ছেলের অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট গতি হয়।

ঐ স্ত্রীলোক সেইস্থানে দুই তিন দিবস থাকিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীপুরুষের পরামর্শ।

বৈশাখ মাসের দিবা উগ্রভাবে গিয়াছে, বৈকালের শীতলতা স্নিগ্ধ বোধ হইতেছে। সূর্য্য অস্তমিতপ্রায় ; কি বিচিত্র আভা! এ শোভা সকল দিন সমান হয় না ; ঐ দিবস অস্তমিত সূর্য্য যে দেখিতেছে তাহার দৃষ্টি আর অধঃ হয় না। কাহারও কাহারও বোধ হইতেছে যে, পৃথিবী হইতে সৌন্দর্য্য হৃত হইয়া আকাশের পশ্চিমদিকে বিকসিত হইতেছে। গোপাল

ও তাঁহার বনিতা পরস্পর হস্তধারণপূর্ব্বক উদ্যানে গমন করিলেন।

স্ত্রী। এই উদ্যান দেখিয়া পূর্ব্বকালের অনেক বৃক্ষের নাম স্মরণ হয়।

স্বামী। বল দেখি—

স্ত্রী। মন্দার, পারিজাত, সরল, তাল, তমাল, শাল, কোবিদার, মালতী, চম্পক, নাগকেশর, বকুল, কমল, অশোক, কুন্দ, কদম্ব, জাতি, মল্লিকা, নীপ, ইত্যাদি।

স্বামী। তাহার মধ্যে অনেকই এখানে আছে।

মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। পুষ্পীয় নানা গন্ধ মিশ্রিত হওয়াতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় পুলকিত হইল। কোন কোন স্থানে বড় বড় বৃক্ষের শিকড়ের উপর শিকড় ব্যাপিত হওয়াতে বসিবার স্থান হইয়াছিল। ঐ এক মেরাপের উপর স্ত্রীপুরুষ উপবেশন করিলেন।

স্বামী। দেখ, এ পর্য্যন্ত আমি একটি কথা তোমাকে বলি নাই, কিন্তু সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ না করিতে পারাতে ঋণগ্রস্ত হইয়াছি। কলিকাতায় যে একটি ভাড়াটে বাটী আছে, তাহার মেরামতের জন্য অনেক ব্যয় হইয়াছে। সুহৃদ্‌গণ আমাকে এই পরামর্শ দেন, যে বিলাতে গিয়া কৌন্সলি হইয়া আসিলে আয়ের বৃদ্ধি হইবেক; কিন্তু এক্ষণে গমনাগমনের ও সেখানে থাকিবার ব্যয় জন্য কলিকাতার বাটী বিক্রয় না করিলে এ কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক না, তুমি কি বল?

স্ত্রী স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন; চিন্তা করিতে লাগিলেন—তিন চারি বৎসর পতির সন্দর্শন হইবে না; পুত্র কন্যার

শিক্ষা স্বামীর সংযোগ না থাকিলে উত্তমরূপে কি হইতে পারে? ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে? আমি অন্তঃসত্ত্বা—শিল্পকার্য্য করিতে আমার বল থাকিবে কি? এই সকল নানা চিন্তাতে চিন্তিত হইয়া শান্ত হইবার জন্য ঈশ্বরধ্যান করিলেন, পরে শান্তি পাইয়া বলিলেন,—যে প্রস্তাব করিলেন, আপাততঃ অসুখজনক, কিন্তু বৈষয়িকভাবে মাঙ্গলিক ও আপনার উন্নতি সাধন হইতে পারে। আপনাকে না দেখিবায় যে অসুখ, তাহা ঈশ্বরধ্যানের দ্বারা পরিহার করিব।

স্বামী ভাবিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তাবে তাঁহার ভার্য্যা বিহ্বল হইয়া কোনক্রমে সম্মত হইবেন না; কিন্তু স্ত্রীর ধৈর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন ও মনে করিতে লাগিলেন যে, যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরধ্যান করে তাহারা অন্তর-বল প্রাপ্ত হয়। সন্ধ্যার প্রাথমিক আবরণে সৃষ্টি আচ্ছাদিত হইল। নভোপরি তারকাগণ যূথে যূথে যেন কোন লুক্কায়িত রাজ্য হইতে প্রকাশ হইতে লাগিল। স্বামী স্ত্রীকে লইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিলাত যাইবার উদ্যোগ ও যাত্রা।

কলিকাতার বাটী বিক্রয় হইলে বিলাত যাইবার যে যে দ্রব্যাদির আবশ্যক তাহা খরিদ হইল। সুহৃদ্ ও আত্মীয়গণ

দেখা করিতে আইলেন ও অনেক সদালাপের পর তাঁহারা বলিলেন, আমরা সকলে জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃতকার্য্য হইয়া নিরুদ্বেগে এখানে প্রত্যাগমন করুন। শান্তিদায়িনী পতির গমনবিষয় সর্ব্বদাই ভাবেন। তাঁহার আপন মাতার সাতিশয় সহিষ্ণুতাশক্তি সর্ব্বদা স্মরণ করত এই চিন্তাতে মগ্ন হয়েন যে, অস্থিরতা ত্যাগ করিতে হইবে, এজন্য একাকিনী ঈশ্বরচিন্তাতে থাকেন। বদন মৃদু সৌদামিনীতে পূর্ণা, চম্পক-কুসম বর্ণ, যেন শান্তিসৌন্দর্য্যে রহিয়াছে। গোপালও গমনজন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা সকলিই জানেন, কিন্তু সময়ক্রমে কারণ উপস্থিত হইলে তরঙ্গাতীত হইতে পারেন না। কি প্রকারে এমত সৎপত্নী ও পুত্র কন্যাকে ছাড়িয়া গমন করিব ও এত দীর্ঘকাল কিরূপে থাকিব, এই ভাবনায় অস্থির হইলেন। দেখিতে দেখিতে যাত্রার সময় উপস্থিত হইল। স্বামী অস্থির হইয়া স্ত্রীর গলদেশে হস্ত দিয়া রোদন করিলেন। স্ত্রী আপন অঞ্চল দিয়া তাঁহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলি-লেন—রোদন করিও না, শান্ত হও, জগদীশ্বরকে ধ্যান করিয়া যাত্রা কর। কন্যা পুত্র পিতার হস্ত ধরিয়া নয়নজলে প্লাবিত হইল। গোপাল মেঘাচ্ছন্নবদনে রোরুদ্যমান হইয়া যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ জাগ্রত থাকিতেন, আপন স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার আকার আপন মস্তিষ্কে দেখিতেন। যাইতে যাইতে নূতন নূতন দৃশ্য দৃষ্ট হওয়াতে চিত্তের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজে আইলেন। কলের জাহাজ হইতে কিছু দেখিবার যো নাই। সাগরে ঢেউয়ের তোড় বড়

প্রবল। মান্দ্রাজে যে সকল লোক বসতি করে তাহারা অধিকাংশ অসভ্য। ইংরাজেরা প্রথমে এখানে আসেন, সুতরাং কাযের সুবিধার জন্য এখানকার নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা পর্য্যন্ত ইংরাজী কহিতে শিখে। মান্দ্রাজে তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত। তথায় হিন্দুধর্ম্ম পূজ্য ও অনেক উচ্চ উচ্চ পণ্ডিত ও উচ্চ উচ্চ নারী জন্মগ্রহণ করেন।

মান্দ্রাজ হইতে গলে আসিলেন। গল সিলনের প্রধান বন্দর। সিলনের প্রাচীন নাম লঙ্কা, যাহা রামায়ণে বর্ণিত আছে। ঐ উপদ্বীপ রম্য—নানা প্রকার বৃক্ষে সুশোভিত। দারুচিনি ও কাফির চাষ অধিক, নারিকেল বৃক্ষে বড় বড় নারিকেল ফলে। লঙ্কার লোক সকল বৌদ্ধমতাবলম্বী। লঙ্কাতে গ্রীক, রোম ও অন্যান্য জাতীয় লোকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত। সিলন হইতে এডেনে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থান পার্ব্বতীয়, শস্যাদি কিছুই নাই। এখানকার লোকেরা বড় সন্তরণপটু, জাহাজ হইতে মুদ্রা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে আরব বালকেরা জলে মগ্ন হইয়া ঐ মুদ্রা আনিয়া দেয়। এডেন রেড্‌সির (লোহিত সাগরের) উপকূলে রেড্ সির উপরে ও নিম্নে অনেক পর্ব্বত আছে, এজন্য সতর্কে জাহাজ চালাইতে হয়। রেড্ সি হইতে সুয়েজে আসিতে হয়; ঐ স্থান হইতে সুয়েজ কেনাল দৃষ্ট হয়। ঐ কেনেল নীলবর্ণীয় সরু খালের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে বন্দর ও সকল স্থান দিয়া জাহাজ গমনাগমন করে। উক্ত স্থান হইতে কেরোতে যাইতে হয়, কেরো ইজিপ্ট দেশের প্রধান নগর। প্রাচীনকালে ইজিপ্ট দেশে বিদ্যা ও ধর্ম্মের অনুশীলন হইয়াছিল ও অনেক গ্রীকজাতীয়

খিজ্ঞলোকে তথায় অবস্থিতি করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া-ছিলেন। কেরোতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত, পাশার রাজগৃহ চমৎকার। এইস্থানে একজন পাদরির অবিবাহিতা কন্যা, স্ত্রীলোক ও বালকদিগের শিক্ষার্থে জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। নারীরা সর্ব্বত্র নিষ্কাম ধর্ম্মের নেতা।

ইজিপ্টদেশীয় উচ্চ উচ্চ পিরামিড দেখিবার জন্য কেরো হইতে অনেকে গমন করে, পরে আলেকজণ্ড্রিয়াতে আসিতে হয়। ঐ স্থানের গলি সকল প্রস্তরে আচ্ছাদিত। ঐ স্থানের পর মাল্টা, সেখানে দুধারে ছায়াযুক্ত বৃক্ষপল্লব সকল সুন্দর-রূপে আচ্ছাদিত, ফলেতে পূর্ণ ও মধ্যে মধ্যে ঝর্ণা। মাল্টার পর জিবরাল্টর। ঐ স্থানের পর্ব্বত ও দুর্গ দেখিবার যোগ্য। তাহার পর সৌদ্‌হেম্পটন, তাহার পর লণ্ডন। সৌদ্‌হেম্পটন দিয়া না যাইয়া বৃনডিসি দিয়া কেলিস ও ডোবর উত্তীর্ণ হইয়া বিলাতে যাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স্বামির নিকট হইতে প্রথম পত্র।

স্ত্রী বসিয়া ভাবিতেছেন, অনেকদিন হইল পতির কিছুই সংবাদ পান নাই, পুত্রকন্যা সর্ব্বদাই তাঁহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দেওয়া কঠিন। চিন্তা উদিত হইলে চিন্তাশূন্য হওয়া সহজ নহে। ইতিমধ্যে ডাকঘর হইতে এক জন পিয়াদা আসিয়া একখানি চিঠি আনিয়া দিল। সেই চিঠি

গৃহিণীর নিকট আনীত হইলে তিনি দেখিলেন স্বামির হস্তাক্ষর। সে লিপি এই—

প্রিয়তমে শান্তে! আমার জন্য চিন্তিত হইও না, আমি কিয়ৎকাল অস্থির ছিলাম, এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে ভাল আছি, শারীরিক কোন পীড়া নাই। যাহা দেখিবার যোগ্য ও যাহার সহিত আলাপ করিলে উন্নতিসাধন হইতে পারে, তাহাই দেখিতেছি ও সেই সকল লোকের সহিত আলাপ করিতেছি। যতদূর সম্ভাবে হৃদয়কে নির্ম্মল ও শান্ত রাখিতে পারি ততদূর করি, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তোমাকে ও কন্যাপুত্রকে না দেখিবার ক্লেশ উপস্থিত হইলে কাতর হইয়া পড়ি। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রী এক শরীর, এক প্রাণ, এক আত্মা জ্ঞান করে, তাঁহারা স্বতন্ত্র হইলে আপনাকে অর্দ্ধস্বরূপ জ্ঞান করে, কিন্তু তাঁহারা কি অন্তরে স্বতন্ত্র হইতে পারে? অনেক দিন তোমার মুখের বাণী শুনি নাই, তুমিও আমার কথা শুন নাই, এজন্য বিস্তার-পূর্ব্বক তোমাকে লিখিতেছি। তোমাকে সর্ব্বদাই অন্তরে দেখিতেছি।

আমি অনেক রম্যস্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কতকগুলি তোমাকে বলি। সেণ্ট জেম্‌স পার্ক অতি মনোহর স্থান। প্রকাণ্ড প্রাচীন বৃক্ষ, প্রশস্ত মাঠ, বৃহৎ সরোবর যাহাতে নানাজাতীয় পক্ষীগণ কেলি করিতেছে। রিজেণ্ট পার্ক বড় নির্জ্জন স্থান, এস্থানেঁ হট হৌসে অরকিড ও অন্যান্য নানা-বর্ণীয় পুষ্প লতা রক্ষিত হয়। হাইড পার্ক, কিউ গারডেন ও অন্যান্য অনেক স্থান দেখিবার যোগ্য। হট হৌস চারাঘরে যে সকল ফল এখানে ফলে না, সেই সকল ফল কৌশলে ঐ

স্থানে জন্মান হয়। বিলাতে আম্র, কলা, লেবু, আনারস, প্রভৃতি জন্মে না, কিন্তু বিশেষ তদ্বিরের দ্বারা হট হৌসে তাহারা জন্মে। হট হৌস গেলাসে নির্ম্মিত। গেলাস দিয়া সূর্য্যের আভা ভিতরে আইসে ও তাহার নিম্নে প্রস্তর ও নল গরম জলদ্বারা তপ্ত করিয়া রাখা হয়, তদ্দ্বারা মৃত্তিকা ও বায়ু উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয়। এখানের পুষ্প সকল বঙ্গদেশের ন্যায় নহে। নানাপ্রকার গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্প আছে। ঐ সকল পুষ্প সুন্দর বটে, কিন্তু আমাদিগের দেশের পুষ্প সকলের চটক্ অধিক।

যে যে রম্য স্থানে আমি ভ্রমণ করিয়াছি, সেই সেই স্থানে তোমাকে স্মরণ করিয়াছি। যাহা দর্শন-শ্রবণ-মননে লব্ধ হইয়াছে তাহা তোমা বিহীনে অসম্পূর্ণরূপে ভোগ হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী জানিবার ইচ্ছুক হইয়া কতিপয় ভদ্র পরিবারের সহিত আলাপ করিয়া এই জানিলাম যে, ধনী ব্যক্তিরা আপনাদিগের কন্যাদিগকে বাটীতে শিক্ষা দেন। মধ্যবর্ত্তী ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা আপন আপন কন্যাদিগকে পাঠশালায় প্রেরণ করেন।

ধনী লোকদিগের কন্যারা ফরাসিস, লেটিন, প্রাণিবৃত্তান্ত, উদ্ভিদ-বিদ্যা, ভূবিদ্যা, প্রভৃতি শিক্ষা করেন। অনেক পরিবারে কন্যারা অবিবাহিত থাকেন ও অন্যান্য বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন, শিল্পকার্য্য ও উদ্যান রক্ষণাবেক্ষণ ও লেখাপড়ার অনুশীলন করত পুস্তকাদি প্রকাশ করেন। মহারাণীর বংশীয় কন্যারা নানাপ্রকার শিল্পকর্ম্ম করেন ও ঐ সকল

তসবির আদি দীনদরিদ্র ব্যক্তির উপকারার্থে প্রকাশ্য নিলামে প্রেরণ করেন।

যাঁহারা লেখাপড়া উত্তমরূপে শিক্ষা করে ও যাঁহাদিগের সন্তানসন্ততি নাই, তাঁহারা ধনীলোকের বাটীতে শিক্ষা দেওন-জন্য নিযুক্ত হন। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা চিকিৎসা-বিদ্যা শিখিয়া ডাক্তারি করেন। কোন কোন স্ত্রীলোক পুস্তকাদি লিখিয়া অথবা রচনা পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোক শিল্পবিদ্যালয়ে নানারূপ শিল্পশিক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। ভদ্র লোকের বাটীতে বালক-বালিকাদিগের শিক্ষা দেওনের প্রণালী অতি সুন্দর। চিত্র, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, তারা, নক্ষত্র বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক তাহাদিগের হস্তে অর্পিত হয় ও গৃহমধ্যে এক ঘরে অনেক জানিবার যোগ্য ও তসবির গঠিত থাকে। বালকবালিকারা রাত্রে অগ্নি পোয়াইবার সময় মাতার নিকট আসিয়া যাহা চক্ষু-আকর্ষণীয় তদ্বিষয়ক জিজ্ঞাসা করে। মাতা সস্নেহ ও মুখচুম্বনের দ্বারা সকল সৎ উপদেশ তাহাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে থাকেন। এইরূপে মাতা হইতে যে উপকার হয় তাহা পাঠশালার অধ্যাপকের দ্বারা হইতে পারে না। তাহারা কেবল নিয়ম ও প্রথা ও প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেন। মাতার শুদ্ধ ভাব দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহার গৃহ স্বর্গস্বরূপ। মাতার উপদেশ দ্বারা বালকবালিকার স্বভাব উৎকৃষ্ট হয়, ধর্ম্মে মতি হয়, ঈশ্বরজ্ঞান হয় ও জীবন চরিতার্থ হয়। পাঠশালায় স্মরণ-শক্তির অধিক চালনা হয়, কিন্তু বিবেকশক্তির মার্জ্জনা তত হয় না। শুনিতে পাই কবেট নামক একজন ইংরাজ ছিলেন।

তিনি সন্তানদিগকে লইয়া সর্ব্বদা মাঠে যাইতেন ও স্বভাবের অনন্ত বস্তুর প্রতি তাহাদিগের মনোনিবেশ করাইয়া তাহাদিগের বিবেকশক্তির চালনা অভ্যাস করাইতেন।

এই মত অনুসারে মহামান্য ডাক্তার আর্ণল্ড চলিতেন। তিনি স্বীয় চেষ্টাদ্বারা বালকদিগের জ্ঞান উদ্দীপন করাইতেন, তাহারা আপনা আপনি কিরূপে শক্তিচালনা করিতে পারে তাহাই কেবল বলিয়া দিতেন। এরূপ শিক্ষার তাৎপর্য্য এই যে, শিষ্য অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া আপনার উপর নির্ভর করিবে। পুস্তকাদি অল্প পড়াইতেন। অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি মাতৃশিক্ষা হেতু বিখ্যাত হইয়াছেন। সেণ্ট আগস্টিন মাতার উপদেশে পবিত্র হয়েন। কবি কৌপর প্রথমে পাপগ্রাসে পতিত হয়েন, পরে মাতার উপদেশে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছিলেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এখানে জমির উপরে ও নিম্নে রেলগাড়ি চলে, গমনাগমনের ভারি সুযোগ। বিলাতে নৈসর্গিক এক আশ্চর্য্য বিষয় শুন। এখানে প্রতি বৎসর জুন মাসের ২১শে তারিখের পূর্ব্বাবধি কয়েক দিবস দীর্ঘ হয়। প্রাতে তিনটায় সূর্য্য প্রকাশ হয় ও দিবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, রাত্রি প্রায় দৃষ্ট হয় না, অথচ চন্দ্রমা প্রকাশ হয়। শীত এখানে অতি উগ্র। শীতকালে বিশেষতঃ কুজ্ঝটিকা হইলে আলোক জ্বালাইতে হয়। আমি এই চিঠি দিবসে লিখিতেছি, কিন্তু গেস আলোক সম্মুখে রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয় পরে লিখিব। শীঘ্র উত্তর প্রদানপূর্ব্বক তাপিত হৃদয় শীতল কর। কন্যা পুত্রকে আমার অকৃত্রিম প্রেম দিবে ও তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকারে তোমার অনুকরণ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ জ্ঞান-উপার্জ্জিকা সভা।

কৃষ্ণনগরে এই সভা মাসে মাসে সমবেত হইয়া থাকে। অনেক ভদ্র সুশিক্ষিত ব্যক্তি তথায় যাইয়া দেশসম্বন্ধীয় নানা বিষয় আলোচনা করেন। মহামান্য শ্রীযুক্ত রামতনু বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে রসিককৃষ্ণ বাবু গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন,—পূর্ব্বে এদেশে কেবল ধনী লোকের সন্তানেরা শিক্ষা করিত। এক্ষণে মধ্যবর্ত্তী ও নিম্ন-শ্রেণীর ছেলেরা শিক্ষা করিতেছে। অবস্থা অনুসারে শিক্ষা। যাহারা অধিক দিন সাংসারিক কারণবশত শিক্ষা করিতে পারে না, তাহারা নানাপ্রকার বিদ্যালাভ করিতে পারে না; কিন্তু দেখা যাইতেছে, যে গরিব দুঃখীর ছেলেরা ক্লেশ সহ্য করিয়া বিখ্যাত হয়। পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম উপদেশ ও ধর্ম্ম অনুশীলনে মগ্ন থাকিতেন। তাহা সতী, সাবিত্রী, সীতা, সুভদ্রা, দময়ন্তী, প্রভৃতি দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হইতেছে। অস্মদ্দেশীয় অঙ্গনাগণ সম্মানিত হইতেন, প্রকাশ্য স্থানে গমন করিতেন ও বৈবাহিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আপন স্বেচ্ছানুসারে পতিগ্রহণ করিতেন। পরে যৌবন-অধিকার হইলে স্ত্রীশিক্ষার ও স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ ব্যাঘাত হয়, তথাচ স্থানে স্থানে হিন্দু স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মভাব ও উচ্চ জ্ঞানশক্তি প্রকাশ করিয়াছে। পর-উপকারার্থে কত কত স্ত্রীলোক জলাশয়, ঘাট, পথ, ভেষ-জালয়, প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন। যদিও এ সব প্রশংসনীয়

ঘটে, কিন্তু বালকবালিকার শিক্ষা মাতাকর্ত্তৃক ভালরূপে হইতেছে না। সৎ-মাতার ক্রোড় হইতে ও তাঁহার আদর ও মুখচুম্বন হইতে শিশুর ধর্ম্মভাব বিকশিত হইতে থাকে। আমাদিগের এক্ষণে লক্ষ্য এই যে, স্ত্রীশিক্ষা এইরূপ হওয়া উচিত,—যাহার দ্বারা বালিকারা গৃহকার্য্য, স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যতা ও মাতার কর্ত্তব্যতা জানিয়া, স্বামী ও সন্তানদিগের হিতৈষিণী হয়েন। ধর্ম্মভাবই মূলভাব।

শিবচন্দ্র বাবু উঠিয়া বলিলেন,—আমারও সম্পূর্ণ এই মত, শিক্ষা ধর্ম্মভাব ব্যতীত হইলে জীবন নীরস। আমাদিগের দেশের সুশিক্ষিত যুবারা যে ধর্ম্মভাববিহীন তাহার কারণ এই যে, এ ভাব গৃহে মাতাকর্ত্তৃক অঙ্কুরিত হয় না।

সভাপতি বলিলেন,—নাস্তিকতার প্রাবল্যের কারণ এই, আস্তিকতা গৃহে বদ্ধমূল হয় না। এটি বিদ্যালয়ে প্রায় লব্ধ হয় না, বিশেষতঃ সেখানে অধ্যাপকেরা নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া কেবল নির্দ্ধারিত শিক্ষাবিষয়ে মনোযোগী হয়েন।

রসিককৃষ্ণ বাবু বলিলেন,—আমার আর একটি বক্তব্য যে, বিলাতে অসতী ও অধম লোক প্রভৃতির সংশোধন জন্য নানাপ্রকার সভা আছে ও উত্তম শিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয় ও অর্থ উপার্জ্জনের নূতন পথ পাইয়া তাহারা ক্রমশঃ পাপমতি ও পাপকার্য্য হইতে মুক্ত হয়। আর যে সকল বালক অতি দরিদ্র, চীরবসনে রাস্তায় বেড়িয়া বেড়ায়, তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ শিক্ষাস্থান আছে, তাহার নাম র‍্যাগেড স্কুল। এইরূপ শিক্ষা এদেশে হইলে মহৎ উপকার

হইবে। জ্ঞান ও পবিত্রতা যত বৃদ্ধি হয়, ততই আমাদিগের আনুকূল্য করা কর্ত্তব্য।

রামশঙ্কর রায় বলিলেন,—এক্ষণে সর্ব্বদেশ ও প্রদেশে বসতির সংখ্যা অধিক হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থলে রাস্তা ঘাট ও বাটী ভালরূপে পরিষ্কার রাখা হয় না, এজন্য বায়ু দুর্গন্ধে দূষিত, বারি মলাপূর্ণ; এজন্য রোগের বৃদ্ধি। দেখ কলিকাতায় নির্ম্মল জল আনীত হইলে রোগের কত উপশম হইয়াছে। শরীর উত্তমরূপে রক্ষিত না হইলে বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি হয় না ও বিদ্যা অভ্যাসের ও সৎকার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

দীননাথ বাবু বলিলেন,—পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের পতি-মর্য্যাদা-জ্ঞান না হইলে বিবাহ হইত না ও নারীর মত না হইলে পিতা-মাতা তাহার বিবাহ দিতে পারিতেন না। বোধ হয়, পিতামাতার অমতে সাবিত্রী যাঁহাকে বরণ করেন তাঁহাকেই উদ্বাহ করেন। স্বয়ম্বরা ও গান্ধর্ব্ব বিবাহে কন্যার মতে বিবাহ হইত। রামায়ণে লেখে যে, যুবক ও যুবতিরা এক উদ্যানে গমন করিতেন ও সেখানে পরস্পর সন্দর্শন ও আলাপের পর চিত্ত ঐক্য হইলে বিবাহ হইত। বিবাহের মন্ত্র এই ছিল যে, প্রেমই আমাদিগের দাতা, প্রেমই গৃহীতা। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, পরস্পরের সম্মতিযুক্ত প্রেমই বৈবাহিক বন্ধন ছিল। এক্ষণে বাল্যবিবাহে ঐ উত্তম প্রথা ভঙ্গ হইতেছে। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বপ্রথা বলীয়ান্ করা।

কৃষ্ণমোহন বাবু বলিলেন,—বৈদিক সময় অবধি এদেশে স্ত্রীলোক পুরুষের সহিত সমতুল্যভাবে গণ্য ও দেবীর ন্যায় সম্মানিত হইতেন। ইংরাজদিগের শিভেলরি ভাবের পূর্ব্বে

এদেশে স্ত্রীলোকেরা মহামান্য হয়েন। শিভেল্রি প্রথা অনুসারে নারী-রক্ষার্থে প্রাণত্যাগ প্রশংসনীয় হইত। সেইরূপ উচ্চভাব প্রাচীন ভারতে হইয়াছিল। কিঙ্করীরা "ভদ্রে" বলিয়া সম্ভাষিত হইত। স্ত্রী, পুরুষ অপেক্ষা কোন অংশে অশ্রেষ্ঠ নহে; অতএব পুরুষের যেরূপ শিক্ষা হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকের শিক্ষা হওয়া উচিত। কি ধর্ম্মবিষয়ক, কি বিদ্যাবিষয়ক, কি ব্যবসা-বিষয়ক, কি রাজকার্য্যবিষয়ক, কোন বিষয়ে স্ত্রীলোকের ন্যূন শিক্ষা হওয়া অকর্ত্তব্য। যাহার যাহা অভিরুচি সেই তাহা শিক্ষা করুক। দায়াদিতেও সম অধিকার হওয়া উচিত। রাজ্যসম্বন্ধীয় বিষয়ে পুরুষ যেরূপ আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করে, স্ত্রীলোকেরও সেরূপ ক্ষমতা হওয়া উচিত। স্ত্রী-পুরুষের সমান ক্ষমতা হইবার জন্য বিলাতে বড় আন্দোলন হইতেছে। অনেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বলেন, এরূপ হইলে স্ত্রীলোকের কার্য্য কে করিবে? কে গৃহকার্য্য দেখিবে ও কে সন্তান সন্ততিকে লালনপালন করিবে ও শিক্ষা দিবে? কেহ কেহ বলেন, এ অভাব আপনি আপনি মোচিত হইবে। স্ত্রীপুরুষকে সর্ব্বপ্রকারে সমতুল্য করা কর্ত্তব্য।

যাহারা সভাস্থ হইয়া উক্ত অভিপ্রায় সকল প্রকাশ করিলেন তাঁহারা উচ্চরূপে শিক্ষিত ও দেশ-অনুরাগী।

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন,—মহাশয়দিগের মত জন-কয়েক দেশে জন্মিলে বঙ্গভূমি উচ্ছন্ন হইবে। স্ত্রীলোক গৃহ-ত্যাগ, স্বামী-ত্যাগ ও সন্তানাদি ত্যাগ করিয়া পুরুষের ন্যায় কোঁচা ঝুলাইয়া বাহিরে বক্তৃতা অথবা ব্যবসা করিতে গেলে হাঁড়ি ঢন্ ঢন্ করিবে ও এক মুটা ভাত পাওয়া দুর্লভ হইবে।

এই কথা শুনিয়া অনেকে হাসিয়া উঠিল ও সভা ভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শান্তিদায়িনীর পত্র।

যেস্থানে সকলে কৌন্সলি হইতে যায়, তাহার নাম "ইন্স্ অফ্ কোর্টস্।" উক্ত "ইন্স্ অফ্ কোর্টস্" চারি খণ্ডে বিভক্ত ও ঐ স্থানে সকলে ভোজন করে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কৌন্সলির কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। ঐ স্থানটী আইন শিখিবার চারাঘর।

গোপাল সাতিশয় পরিশ্রম করত আইনজ্ঞ হইতেছেন। নির্জ্জন হইলে আপন পত্নীকে স্মরণ করেন। একদিবস ভোজনান্তে একখানি ইজি চৌকিতে বসিয়া আছেন এমত সময়ে এক লিপি প্রাপ্ত হইলেন, হস্তাক্ষর দেখিবামাত্র আস্তেব্যস্তে খুলিলেন, সে চিঠি এই——

প্রিয়তম পতে! আপনার গমনাবধি নির্জ্জনে ভাবিয়া এই স্থির করিলাম, যে অস্থির অবস্থা অপেক্ষা শান্ত অবস্থা শ্রেয়ঃ। এজন্য নিয়মিতরূপে ঈশ্বরধ্যান ও পুত্রকন্যার উন্নতিসাধনজন্য উত্তমরূপে চেষ্টা করা আমার বিশেষ কর্ত্তব্য। আপনি যখন নিকটে ছিলেন তখন এ কার্য্য আপনার দ্বারা উত্তমরূপে সাধিত হইত। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে পুরুষ জ্ঞানদাতা, কিন্তু স্ত্রীলোক সদ্ভাব প্রদান করিতে পারে ও

বালকবালিকার হৃদয়ে সদ্ভাব বৃদ্ধি হইলে জ্ঞান আদরপূর্ব্বক অন্বেষিত ও গৃহীত হয়। আমার কি শক্তি, যে আমি বাল্যহৃদয়ে শুদ্ধ ভাব প্রেরণ করি? আমি কেবল এই যত্ন করিতেছি যে, শিশুদিগের কোমল হৃদয়ে কুমতি না জন্মে। যদি ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা জগদীশ্বরের কৃপায় হইবে।

আপনকার লিপি পাইয়া পরম আহ্লাদিতা হইলাম। স্ত্রী-শিক্ষাবিষয়ক যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠে আনন্দিতা হইলাম। দেখিতেছি বিলাতে স্ত্রীলোকেরা নানা কার্য্যে নিযুক্ত থাকে ও বাদ্য-গান শিখে, ইহাতে চিত্ত স্থির থাকে। এখানে শিল্পকার্য্যের তত বাহুল্যরূপে শিক্ষা হয় না ও যদিও সংগীত এদেশে পূর্ব্ব-কালে চলিত ছিল, এক্ষণে কতিপয় পরিবারে ব্যবহৃত হই-তেছে। আমাদিগের কন্যা, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক কয়েকটী গান শিখিয়াছে। যখন শ্রান্ত বোধ হয় তখন তাহার গান শুনিয়া আমি আরাম পাই। আপনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন যে, বাহ্য-পবিত্রতা ও আন্তরিক পবিত্রতা সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, এ কথাটী আমার মনে বড় ভাল লাগিয়াছে। যেমন নির্ম্মল বায়ু, নির্ম্মল বারি, পরিষ্কার গৃহ, পরিষ্কার পরিধেয়, উৎকৃষ্ট এবং বলদায়িনী মিতাহার শরীররক্ষণার্থে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ পবিত্র চিন্তা, পবিত্র কার্য্য ও পবিত্র অনুশীলন ধর্ম্ম উন্নতির জন্য আবশ্যক।

এই লিপি পাঠানন্তর গোপাল অশ্রুজলে ভাসিত হইয়া স্ত্রীর গুণ সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন ও তাহার লিপি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া বুকের উপর রাখিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

গোপালের এক কৃষকের গৃহে গমন।

বৈকাল মনোহর; ঐ সময়ে বাহ্যসৃষ্টির স্থৈর্য্যের প্রারম্ভ। কার্য্যের কোলাহল হ্রাস হইতে থাকে। অপূর্ব্ব স্থৈর্য্যে সৃষ্টি-ব্যাপক হইতেছে। মেষপালক, মহিষপালক ও গোপালক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যবিক্রয়কারী মন্দ মন্দ গতিতে চলিয়াছে। এই স্থান লণ্ডন নগরের অন্তঃপাতি পল্লি-গ্রামের ন্যায়। গোপাল নিকটবর্ত্তী বৃহৎ বৃহৎ ছায়াবিশিষ্ট বন, উপবন দর্শন করত এক কৃষকের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কৃষ-কের কুটীর কতকগুলিন বিশাল বৃক্ষের মধ্যে, তথায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে সন্তানদিগকে আদর করিতেছেন। দৌড়াদৌড়ি, বৃক্ষোপরি উঠন, তথা হইতে ঝাঁপ খাইয়া পড়ন, একজনের স্কন্ধে অন্য জন উঠন, পুষ্করিণীতে সন্তরণ, প্রভৃতি নানা ক্রীড়া হইতেছে। গোপাল নিকটে যাইলে সম্মানপূর্ব্বক আহূত হইলেন। কৃষক ও তাঁহার স্ত্রী তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা সন্তানদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেন? আমরা আপন সন্তানদিগকে সাহসের শিক্ষা দিয়া থাকি। বাল্যকালাবধি উত্তম স্বাস্থ্য, উত্তম ও বলীয়ান্ আহারের দ্বারা তাহাদিগের শারীরিক বৃত্তি যাহাতে বলীয়ান্ হয়, তাহা আমরা করিয়া থাকি। এরূপ ক্রীড়া ও কার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করাই, যাহাতে তাহারা সর্ব্বদা অভয় অবস্থায় থাকে। বিপদ্ উপস্থিত হইলে ভীত হয় না। সাহসহীন হইলে বিপদ্ বিপদ্

বোধ হয়। আমরা পুত্রদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিই ও শীকারে প্রেরণ করি। যে বালক ভয় প্রকাশ করে, সে অন্য বালকের নিকট জাতচ্যুত হয়। গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের এ প্রণালী উত্তম। পূর্ব্বকালে আমাদিগের এই প্রথা ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি বীর্য্যবলে বিখ্যাত ছিল, ক্ষত্রিয়নারীরাও বীরভাব প্রকাশ করিতেন ও যাহারা ভীত হইত, তাহাদিগকে তাঁহারা ঘৃণা করিতেন।

কৃষক বলিলেন, এরূপ শিক্ষা না হইলে এক এক ঢেউ দেখিলে না ডুবিবার সম্ভাবনা। আমরা যেরূপ শিক্ষা দিই, তাহাতে বালকবালিকা আপন বল ও বুদ্ধি অবলম্বনপূর্ব্বক সকল দায় হইতে মুক্ত হয়—আমরা ভয়কে ভয় করি না— নৈরাশে নিরাশ হই না ও কিছুতে ভগ্নাশ ও ভগ্নোদ্যম হই না।

কৃষকের কন্যা মাখন করিতেছিলেন; কার্য্য শেষ করিয়া সুশোভিত হইয়া খোঁপাতে পুষ্প দিয়া প্রসন্নবদনে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পিতামাতাকে চুম্বন করিতে লাগিলেন। কৃষককে গোপাল বলিলেন, আপনি সুখী। কৃষক বলিলেন,— ভাই, ধন বড় আকাঙ্ক্ষা করি না, কিন্তু পুত্রকন্যা সৎপথে থাকে, এই ঈশ্বরের নিকট নিত্য প্রার্থনা করি।

দশম পরিচ্ছেদ।

গোপালের লিপি।

শান্তিদায়িনী আহারান্তে নবকুমারকে বক্ষে রাখিয়া আদর করিতেছেন ও তাহার মুখ দেখিয়া পতিকে ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে ডাকযোগে এই লিপি আইল—

প্রিয়তমে! তোমার লিপি আমার তাপিত হৃদয়কে শীতল করিয়াছে। তোমার স্বভাব স্মরণ করিলে আমি শান্ত হই। তোমাকে ও সন্তানাদি দেখিবার জন্য চিত্ত কখন কখন অস্থির হয়। ধৈর্য্য অবলম্বন করত শান্ত হইয়া থাকি।

পূর্ব্বে আপন পরিচয় সংক্ষেপে দিয়াছি, এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক। যিনি এখানে কৌন্সলি হইতে আইসেন তাঁহাকে প্রথমে কাহারও বাটীতে অথবা কোন হোটেলে থাকিতে হয়, পরে তাঁহাকে চারিটী ইন্স অফ্ কোর্টের একটি না একটির সভ্য হইতে হয়। ঐ চারিটী কোর্টের নাম, ইনর টেম্পেল, মিডিল টেম্পেল, লিনকস্ ইন ও গ্রেস্ইন, ইহাদিগের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাটী আছে। কৌন্সলি নিযুক্ত হইতে গেলে প্রায় ৪০ পৌণ্ড সেলামি দিতে হয় ও এক শত পৌণ্ড গচ্ছিত রাখিতে হয়। আমার অর্থের অভাব ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ কোন বন্ধুর কৃপাতে কিছুমাত্র বিঘ্ন হয় নাই। আদালতের ব্যয়ের জন্য ৫০ পৌণ্ডের দুই জন জামিন দিতে হয়। আর দুই জন কৌন্সিলের নিকট হইতে চরিত্র বিষয়ে এক সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হয়। তাহার পর পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইতে হইবে; আমি পরিশ্রম করিতেছি, অনেক সাহায্য পাইতেছি, বোধ করি কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

দিবারাত্রি কেবল আইন পড়া, আইন আলাপ করা যায় না। আমার চিত্তের ভাব তুমি অবগত আছ। সারজ্ঞান বিষয়ক ধর্ম্ম ও নীতি সর্ব্বদাই আলাপ করিয়া থাকি।

এদেশে জ্ঞানবলের চিহ্ন অনেক দেখিতেছি।—টেম্‌স নদীর নীচে এক টনেল আছে, সেখানে শকট, রেলের গাড়ি ও লোক সকল গমনাগমন করে; উপরে জল, তথায় জাহাজ চলিতেছে। সকল গৃহ নদীর সহিত নলের দ্বারা সংযুক্ত, এজন্য বাটীর ময়লা নদীতে পতিত হয় ও সকল বাটী গ্যাসদ্বারা আলোকিত। গৃহস্থেরা স্বয়ং বাজার করে; অনেকের গৃহকার্য্য কিঙ্করীর দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। অনেকের গৃহে দাসী ও চাকর আছে। আমাদিগের দেশের ন্যায় পল্লিগ্রাম হইতে তরকারি, মৎস্ত ও অন্যান্য দ্রব্য প্রাতে লণ্ডন নগরে আনীত হয়। লিবরপুল, মেঞ্চেষ্টার ও ইংলণ্ডের সকল খণ্ডে বাণিজ্যের গোলযোগে পূর্ণ। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে নানা দ্রব্য আসিতেছে ও বিলাত হইতে নানা দ্রব্য রপ্তানি হইতেছে। নদীতে জাহাজ ও ষ্টিমার অসংখ্য, নানা রকমের তুলার বস্ত্রাদি ও নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। অসংখ্য লোক শ্রম করিতেছে, অনেকে অভাবজন্য দেশান্তরে গমন করিতেছে; তথাচ অনেকেই দরিদ্রতার গ্রাসে পতিত। অনুমান করি, এরূপ না হইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম অভ্যাস হইত না। দেখিবার অনেক যোগ্য স্থান আছে। ক্রষ্টেল পালেস গ্লাসে নির্ম্মিত; সেখানে পৃথিবীর নানাপ্রকার আশ্চর্য্য ও উন্নতিপ্রকাশক দ্রব্য

সংগৃহীত দেখিতে বড় সুন্দর। পশুপক্ষী ও বৃক্ষাদি সুশোভিত উদ্যান (জুয়লজিকেল গারডেন), ব্রিটিষ মিউজিয়ম পুস্তকালয়, ও পারলিয়মেণ্ট হৌস দেখিবার যোগ্যস্থান বটে। পারলিয়মেণ্ট, হৌস্ অফ্ কমন্স ও হাউস অফ্ লর্ডে বিভক্ত। তাঁহারা আইনাদি করেন। তাঁহাদিগের কার্য্য রাত্রে হয়। নানা বিদ্যা অনুশীলনার্থে নানাপ্রকার সভা ও তাঁহারা যাহা সংগ্রহ করেন তাহা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হয়।

দরিদ্র ও অনাশ্রয়ীদিগের ক্লেশ নিবারণার্থে এদেশে কি কি উপায় আছে, তাহা লিখিতেছি। এখানে নানাপ্রকার দুঃখ ও ক্লেশনিবারণজন্য নানাপ্রকার উপায় আছে। যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র ও রোগী, তাহাদিগের জন্য হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয় আছে। এই সকল হাঁসপতাল ও চিকিৎসালয়ের জন্য দাই শিক্ষিত হয়। ইহারা রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতে বিলক্ষণ জানে। মহামতী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ১৮৫৪ সালে ইংরাজ ফৌজদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য ক্রাইমিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ অসাধারণ নারীর সঙ্গে কতকগুলি শিক্ষিত দাই ছিল, এজন্য এমনি সুন্দররূপে কার্য্যনির্ব্বাহ হইয়াছিল, যে রোগী রোগের যন্ত্রণা জানিতে পারে নাই।

দুঃখী লোকদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণ ও মেরামত করিবার জন্য নানা সভা স্থাপিত হইয়াছে ও অনেকেও দান করিয়াছে। সহায়বিহীনা ও অসতী যুবতী স্ত্রীলোকদিগের আশ্রয় ও সংশোধনের নিমিত্ত অনেক আশ্রমস্থান আছে।

অনেক দুঃখী বালক ও বালিকাদিগের জীবিকানির্ব্বাহার্থে শিক্ষা দিবার জন্য অনেক উপায় আছে। এ সকল দেখিলে

চিত্ত ঈশ্বরের কৃপাখ্যানে মুগ্ধ হয়। পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক পাপ করিলে চিরকাল ত্যক্ত হইতে পারে না। তাহাদিগের সংশোধন করিয়া ধর্ম্মপথে আনা উচিত।

মেরি কার্পেণ্টর অসাধারণ নারী ছিলেন। প্রতি গলিতে বাটীহীন ও আশ্রয়হীন অনেক বালকবালিকা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে ও নানা পাপে প্রবৃত্ত হইতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ সকল বিদ্যালয়ে পড়িয়া দুঃখী দরিদ্র বালক ও বালিকা জ্ঞান ও ধর্ম্ম-সাধন করিয়াছে ও অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

যাহারা অন্ধ বোবা ও কাণা তাহাদিগের শিক্ষার্থে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় যখন স্থাপিত হয় তখন বিলাতে ৫০০০০০ টাকা চাঁদা উঠে।

পূর্ব্বে যাহা বলিলাম তাহা মনুষ্যের উপকারার্থে স্থাপিত, পশু-পীড়ন নিবারণজন্যও সভা আছে; তাহাতে মহারাণী আনুকূল্য করেন এবং অনেক ভদ্রলোক ও রমণী এই কার্য্যের পোষকতা করিয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোককর্ত্তৃক অনেক সৎকর্ম্ম হইয়া থাকে ও অনেক স্থলে অর্থ ও কায়িক পরিশ্রমে পরোপকার সমাধিত হয়, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ইউরোপীয় নারীরা শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইতেছেন। কয়েদী লোকদিগের শিক্ষা দ্বারা অবস্থা ভাল করা, অসতী স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মপথে লইয়া যাওয়া, রোগীদিগকে চিকিৎসালয়ে যাইয়া সেবা করা, অনাশ্রয়ী বালকবালিকাদিগকে আশ্রয় দেওয়া এই সকল

কার্য্য অতিশয় প্রশংসনীয়। একজন ধর্ম্মপরায়ণা নারী অদ্য রাত্রে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ঐ অঙ্গনার ধর্ম্মভাব বড় উচ্চ, বাটীতে কয়েকটি দরিদ্রলোকের কন্যাকে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বোধ হয় আহারের সময় তোমার পরিচয় দিতে হইবে, সেই সময় বড় কঠিন সময় হইবে। তোমার শুদ্ধভাব মনেতে ভাবিয়া বিহ্বল হই, ও সেই সময়ে জগদীশ্বরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে করিতে অশ্রুপাত করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গোপালের স্বদেশে প্রত্যাগমন।

অনেক ভ্রমণকারী কোন দেশে গেলে নানা স্থান ভ্রমণ করে নানাপ্রকার অনুসন্ধান করে, ও নানাবিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। গোপালের সে অভিপ্রায় ছিল না, যে কার্য্য জন্য গমন করিয়াছিলেন তাহাতে শীঘ্র কৃতকার্য্য হইবেন, এই জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেন। অবকাশ পাইলে ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম-সাধনের উত্তম উত্তম প্রণালী বিচার করিতেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, বালিকারা উত্তমরূপে কি প্রণালীতে শিক্ষিত হইতে পারে। অনেক অনুসন্ধান ও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, মাতা প্রকৃত শিক্ষাদাতা। অতএব সুমাতা না হইলে সুসন্তান হয় না। এইরূপ পূর্ব্বে তাহার সংস্কার ছিল এক্ষণে তাহা দৃঢ়ীভূত হইল। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া স্বদেশে যাত্রা

করিলেন। জাহাজে ও ষ্টিমারে তিন চারি দিন আহার করিতে হয়। গোপাল মিতাহারী। মেজের নিকট আসিয়া বসিয়া সাহেব ও বিবিদিগের সহিত নানা আলাপ করিতেন। এক দিবস একজন ভদ্র ও শান্ত বিবি নির্জ্জনে বসিয়া নানাপ্রকার আলাপ করিতে লাগিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? গোপাল বলিলেন—হাঁ; ও এই প্রশ্নেতেই আপন ভার্য্যার প্রতিমূর্ত্তি যেন তাঁহার নয়নগোচর হইল। গোপাল আচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। বিবি জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাকে ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? গোপাল সরলভাবে আপন ভাব প্রকাশ করিলেন। বিবি বলিলেন—এইরূপ সকল স্বামীর চিত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; যা হউক, আমি আপনার বনিতার সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছুক হই।

দেখিতে দেখিতে ষ্টিমার ভাগীরথীতে আইল। বিলাতীয় দৃশ্য গিয়া কলিকাতার বাল্যস্মরণীয় নানা স্থানে নানা চিহ্ন প্রকাশ হইতে লাগিল। ষ্টিমার লাগান হইলে আরোহীরা নামিয়া আসিল। সকলের বন্ধু আগবাড়ান লইতে আসিল। উক্ত বিবি গমনকালীন গোপালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন। গোপালের কয়েকজন বন্ধু আসিয়াছিলেন; তাঁহারা হস্ত স্পর্শ ও কোলাকুলি করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। কেহ কেহ অনুরোধ করিলেন—অদ্য আমাদিগের বাটীতে আহারাদি করিয়া রাত্রি যাপন করুন। গোপাল বলিলেন—বাটী যাইবার জন্য চিত্ত অস্থির; এক্ষণে ক্ষমা করুন। আমি ত্বরায় আসিয়া আপনাদিগের সহিত এক দিন যাপন করিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বামী ও স্ত্রীর সাক্ষাৎ।

গোপালের বাটীর সম্মুখে মাঠ—মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। বৈশাখ মাস, প্রখর রবি, বায়ুর সঞ্চালন নাই। গো সকল কর্ষণে ক্লান্ত—কৃষকের আঘাতে অভিভূত হইয়া ভূমে পতিত হইয়াছে। একটি গরু অতিশয় শ্রান্ত হইয়া হাম্বা হাম্বা রব করত ভূমিসাৎ হইল। এই কাতরতা শুনিয়া শান্তিদায়িনী পুত্র ও কন্যাসহিত নিকটে আসিয়া গরুর সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ; গরুকে সজীব দেখিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারপ্রবেশ না করিতে করিতে স্বামীর আগমনবার্ত্তা শ্রবণানন্তর পুত্র, কন্যা ও নব কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদিগের মুখ অবলোকন করত আহ্লাদ-অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সকলের মুখচুম্বন করিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে অনেক সদালাপ হইল। গোধূলি-সময়ে স্ত্রী বলিলেন—অনেক দিবস হইল, আপনাকে রন্ধন করিয়া আহার করাই নাই। অদ্য এই কার্য্যে আপন হস্ত পবিত্র করিব।.

পল্লির কতকগুলিন স্ত্রীলোক আস্তে ব্যস্তে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—গোপালবাবু, তুমি কি সাহেব হয়েছ? দেখতে পাচ্ছি আবার আসনে বসিয়া আহার কর্‌চ। সে কেমন কথা? এই শুন্‌লাম সাহেব হয়েছ আবার বাঙ্গালি হলে?

গোপাল বলিলেন—আপন শিক্ষার্থে ও জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ক

উপদেশ জানিবার জন্য বিলাতে গিয়াছিলাম। আহার ও ব্যবহার অল্প কথা।

অঙ্গনারা "তবে ভাল, তবে ভাল," বলিয়া খিল খিল করিয়া হাস্য করিলেন। গোপাল বলিলেন—আপনাদিগের জন্য ছুচের কাযের খেলা সম্মানচিহ্নস্বরূপ আনিয়াছি; অনু-গ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। বিলাতে বিবিদিগের শিক্ষা ও কার্য্য কিরূপ, তাহা আপনাদিগকে বলিব। অঙ্গনারা বলিল—আমরা শুনিতে বড় ইচ্ছা করি। ঘরকন্নার কায কর্ত্তে কর্ত্তে দিন যায়, অবসর পাই নাই; যা হউক, কাল সকলে আসিব। একজন বঙ্গদেশীয় অঙ্গনা বলিলেন—আমার কপাল পোড়া; আমি আসিতে পারিব না; আমার "নাতি খাতি" দিন যায়। অন্যান্য অঙ্গনারা হাসিতে সে স্থান ছেয়ে দিয়া বলিলেন—ওমা! নাতি খাতি দিন যায়, কি অভাগার দশা! শান্তিদায়িনী বলিলেন—শিবদুর্গা দিদির অভিপ্রায় যে, স্নান ও আহার করিতে দিন যায়। ভাষা যোজনানন্তর সকল স্থানে সমান নয়। যদিচ এক বর্ণমালা হইতে সকল প্রকার শব্দ, কিন্তু শব্দের বিভিন্নতা আছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইউরোপীয় উচ্চ নারীদিগের বিবরণ।

পরদিন বৈকালে ভদ্র ভদ্র ঘরের কামিনীগণের সমাগম হইল। কেহ কেহ এলোকেশী, কেহ কেহ নানা প্রকার গঠনে কেশ বন্ধন করিয়াছেন। কাহার কাহারও সম্মুখে একবর্গা সিঁতে

কাটা, কাহার কাহারও কেশ জুল্‌ফিতে সজ্জিত। তাহা-দিগের নানাবর্ণীয় বস্ত্র পরিধান। সকলের নাসিকারঞ্জক টিপ। ওষ্ঠ তাম্বুলে যেন বিম্বফল দৃষ্ট হইতেছে। শান্তিদায়িনী সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন ও তালবৃন্তদ্বারা স্বয়ং বায়ু ব্যজন করিতে লাগিলেন। গোপাল সকলকে সম্মানপুরঃসর উচ্চ অঙ্গনাদিগের আখ্যায়িকা বর্ণিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদিগের দেশে ব্রহ্মবাদিনীরা সর্ব্বদাই অপার্থিব চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন ও ঈশ্বর ও আত্মা তাঁহারা সর্ব্বদা ধ্যান করিতেন। তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। যাঁহারা পতি গ্রহণ কবিতেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মবিষয়ে অনেকে উচ্চ ছিলেন। যথা—দেবহূতি, শান্তা, কেশিনী, সতী, অনসূয়া, কৌশল্যা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকু-ন্তলা, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী, অহল্যা বাই, সংযুক্তা, প্রভৃতি। পাতিব্রত ধর্ম্ম এদেশে স্ত্রীলোক-দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। পতির দ্বারা তাড়িত হইলেও পতিত্যাগ করে না। এক্ষণে এদেশে মহিলাগণ কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ আদর করেন ও ব্রতনিয়ম, মিতাহার ও উপবাসদ্বারা মনসংযম করেন। তাহারা পরহিতে রতা। যাহাদিগের অর্থ আছে, তাহারা তড়াগ, বাপি, পুষ্করিণী, অতিথিশালা, পঞ্চবটী, রাস্তা, পশুপক্ষীর আরামজন্য অর্থ ব্যয় করেন। এ প্রসংশনীয় বটে, কিন্তু বিলাতে স্ত্রীলোকদিগের পরহিতৈষিণী ভাব উচ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

(১) বিবি ফ্রাই নামে একজন মহিলা ছিলেন। পরোপ-কার-পিপাসা তাঁহার বাল্যকালেই প্রকাশ হয়। দরিদ্র

লোকদিগের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে পিতার ভবনে এক পাঠ-শালা স্থাপন করিয়া অনেক উপকার করিতে লাগিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর গৃহে গৃহিণী হইয়া নিকটস্থ লোকের বাটী যাইয়া তাহাদিগের দুঃখ বিমোচন করিতেন। তাঁহার সর্ব্বদা বাসনা হইত যে, পরোপকার কিরূপে অধিকরূপে করিতে পারিব। নিউগেট জেলে যাইয়া দেখিলেন, প্রায় ৩০০ স্ত্রীলোক নানা অপরাধজন্য কয়েদ আছে। পরদুঃখ মোচন হয় ও পরঅধোগতি কিরূপে সংশোধিত হয়, তাহা সকলে ভাবে না, কিন্তু যাহারা ভাবে, তাহারা উপায় শীঘ্র স্থির করে। তিনি ঐ জেলে যাইয়া বস্ত্রাদি প্রদান-পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহার গদ্‌গদ্‌চিত্তের উপদেশ এমনি সংলগ্ন হইত যে, কয়েদিরা শুনিয়া অশ্রুপাত করিত। অনন্তর তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কয়েদীদিগের মধ্যে কুড়িটি বালিকা লইয়া তিনি শিক্ষা দিতে চাহেন। জেল-অধ্যক্ষ বলিল—ইহাতে কিছু ফল হইবে না ও শিখাইবার স্থান নাই। বিবি ফ্রাই ভগ্নোৎসাহ না হইয়া একটি অন্ধকার খুবরি ঘরে বসিয়া শিখাইতে লাগিলেন ও তাঁহার উপদেশে অনেকের স্বভাব পরিবর্ত্তন হইল। অনেকে আলস্য ও অলীক বাক্যব্যয় ত্যাগ করত বুনানি ও সিলাই শিখিতে লাগিল। এইরূপ শিক্ষা পূর্ব্বে ছিল না। ইউরোপদেশীয় জেলে কয়েদীদিগের সংশোধনার্থে এইরূপ শিক্ষা হইতে লাগিল। কয়েদীদের এই-রূপ শিক্ষাতে জীবিকানির্ব্বাহের সক্ষমতা লাভ করিয়া তাহারা নির্দোষ পথ অবলম্বন করে। উক্ত বিবির সাহায্যে নিরাশ্রয় ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আশ্রয়জন্য এক সভা স্থাপিত হয়।

(২) হেনামোর নামে একজন বিবি ছিলেন। তিনি দোকানী, চাষীও অন্যান্যলোকদিগের উন্নতির জন্য পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন। দরিদ্র লোক সকলের সন্তানদিগের শিক্ষার্থে তিনি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অকাতরে সৎকার্য্যে ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন পল্লিস্থ লোক সকল স্বীয়স্বীয় নয়নবারিদ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(৩) বিবি রো এই শ্রেণীস্থ অঙ্গনা ছিলেন। দরিদ্র ব্যক্তি-দিগের জন্য তিনি সর্ব্বদা কাতর হইতেন; পুস্তকাদি লিখিয়া যাহা পাঁইতেন, তাহা তাহাদিগের দুঃখ বিমোচনার্থে দিতেন। এক সময়ে হাতে টাকা না থাকাতে একখানি রূপার বাসন বিক্রয় করিয়া পরদুঃখ বিমোচন করিয়াছিলেন। বাটীর বাহিরে গমনকালীন সঙ্গে অর্থ ও ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক থাকিত; যে যেমন পাত্র তাহাকে তাহা দিতেন। তিনি আপন ক্লেশ সম্বরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু পরদুঃখেতে রোদন করিতেন। অনেক অনেক দুঃখী বালক ও বালিকাকে আপনি শিক্ষা দিতেন ও লোকে বিপদ্ ও রোগে পতিত হইলে নিকটে যাইয়া তত্ত্বাব-ধারণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে অনেকের চক্ষু দিয়া অশ্রু বিনির্গত হইয়াছিল।

(৪) সারা মরিটিননাম্নী একটি পিতৃ ও মাতৃহীন বালিকা ছিলেন। তিনি একটি কুটীরে বাস করিতেন ও পোসাক প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। প্রতি রবিবারে কতক-গুলিন দরিদ্র বালকবালিকাকে শিক্ষা দিতেন। শিক্ষালয় হইতে বাটী আসিবার কালীন জেল দৃষ্টিগোচর হইত।—পরোপ-কারকরণ পিপাসা কাহার কাহারও নিধন হয় না; বরং

বর্দ্ধনশীল হয়।—তাঁহার নিতান্ত বাসনা হইল যে, কয়েদীদিগের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগের অবস্থা উন্নতি করিবেন। এইজন্য সপ্তাহে দুই দিবস আপন ক্ষতি স্বীকার করিয়া জেলে উপদেশ দিতে যাইতেন। যে সকল ব্যক্তি আলস্যে পূর্ণ ছিল, তাহারা তাঁহার উপদেশে পরিশ্রমী হইল। তিনি সুন্দররূপে ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন ও তস্‌বির লেখা শিখাইয়া তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিতেন। যাহারা পাপে পতিত, তাহাদিগের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন ও যাহাতে তাহাদিগের আত্মোন্নতি হয়, এমত একাগ্রতার সহিত চেষ্টা করিতেন। যাহারা মালিন্যে ও ঘায়ে পূর্ণ, তাহাদিগকে পরিষ্কার রাখিতেন; ঘৃণা করিতেন না।

যদিও সারা মরিটিনের অর্থ ছিল না, কিন্তু মানসিক ও কায়িক পরিশ্রমের ত্রুটি হয় নাই। দুঃখী বালিকারা কুপথগামিনী না হয়, এজন্য তাহাদিগের শিক্ষার্থে রাত্রে এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। এই উচ্চ নারী গ্রাসাচ্ছাদনের অভাবে প্রপীড়িত হয়েন। তিনি সমস্ত জীবন ঈশ্বরের প্রেমে যাপন করিয়াছিলেন।

(৫) হংবির রাণী এলিজিবেথ রোগী ও দরিদ্র লোকদিগের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন, এবং অনাথাদিগের পালনার্থ হাসপিটেল ব্যয় নির্ব্বাহ ও দুর্ভিক্ষ স্থানে আনুকূল্য করিতেন। রোগীর শয্যার নিকট ও দুঃখী লোকের কুটীরে যাইয়া স্বহস্তে আশ্রয় প্রদান করিতেন।

(৬) চৌত্রিশ বৎসর বয়সে লিগ্রেস নামক বিবির স্বামীর কাল হয়। যখন ভর্ত্তা জীবিত ছিলেন, তখন পীড়িত ও দরিদ্র

ব্যক্তিদিগের নিকট যাইয়া সাহায্য প্রদান করিতেন, মুমূর্ষু লোকদিগের সেবা করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যাহারা কোন রকম ক্লেশ পাইতেছে, তাহাদিগের দুঃখনিবারণজন্য সমস্ত জীবন অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যে যে নারীরা যোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়া দলবদ্ধ হইলেন। প্রথম কার্য্য যে, রোগীর যে পীড়া হউক, তাহা-দিগকে বস্ত্র, ঔষধি ও অর্থ দিতে হইবে। দ্বিতীয়, বালিকা-দিগের উত্তম শিক্ষা দেওয়া। ঐ বিবি সামান্য শয্যায় শয়ন করিতেন, সামান্য আহার করিতেন; কারণ আপনি শান্ত না হইলে অন্যকে শান্ত করা যায় না। গৃহেতে যে দাস থাকিত, তাহাদিগের কন্যাদের লইয়া স্বীয় গৃহে শিক্ষা দিতেন।

(৭) ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল নামে একজন দরিদ্র মানুষের কন্যা অদ্যাপি আছেন। পিতামাতাকর্ত্তৃক উত্তম শিক্ষিতা হইয়া তিনি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন; তাঁহার সহিত যাহার আলাপ হয়, তিনি আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। বাল্যা-বস্থাবধি তাঁহার দয়ালু স্বভাব প্রকাশ পায়। পিতার জমিদারিতে যে সকল দরিদ্র ব্যক্তি থাকিত, আপনি ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহাদিগের দুঃখ নিবারণ করিতেন। অনেকেই তাঁহাকে উপদেশক ও বন্ধু বলিয়া গণ্য করিত। অনন্তর রাইন নদী-তীরস্থ এক ধর্ম্মশালায় কতিপয় ধার্ম্মিক স্ত্রীলোকের সহিত থাকিয়া রোগীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধারন করেন। তাহার পর বিলাতে প্রত্যাগমন করিয়া দুঃখিনী পীড়িতা নারীগণের আশ্রয়জন্য এক ধর্ম্মশালা ছিল, তাহার উন্নতি করেন।

এই সময়ে ইউরোপে রুশিয়াদিগের সহিত ইংরেজ ও ফরাসিদের এক ঘোরতর যুদ্ধ ক্রাইমিয়া নামক স্থানে আরম্ভ হয়। ঐ সংগ্রাম ব্যাপককাল হইয়াছিল। বিলাত ও ফ্রান্স হইতে অনেক সৈন্য প্রেরিত হয়। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল কতিপয় ভদ্র ঘরের কন্যার সহিত ক্রাইমিয়ায় আসিয়া সৈন্যদিগের ঔষধ, পথ্যাদি প্রদান ও ধর্ম্ম উপদেশদ্বারা সান্ত্বনাকরণে দিবারাত্রি অসীম পরিশ্রম করেন। এদিকে যুদ্ধ হইতেছে—গোলার শব্দ—কামানের ধূম—অশ্বের নাদ—সৈন্যের কোলাহল; ওদিকে ঐ দয়াময়ী কন্যা অকুতোভয়ে স্নেহপূর্ব্বক রোগীদিগের রোগের যন্ত্রণানিবারণে নিযুক্ত আছেন। এরূপ কষ্টে তাঁহার জ্বর হয়; তথাপি পরোপকারে বিরত হয়েন নাই। যুদ্ধ সাঙ্গ হইলে তিনি বিলাতে ফিরিয়া আইসেন, তৎকালীন যাবতীয় লোক অসীম সম্মানপূর্ব্বক ধন্যবাদ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। মহারাণী আপন প্রশংসা প্রকাশার্থ এক বহুমূল্য অলঙ্কার তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল আপনকর্ত্তৃক কৃত কর্ম্ম অধিক বোধ না করিয়া সঙ্গীদিগেরই অনেক গুণ বর্ণনা করেন। যথার্থ ধার্ম্মিক লোকেরা ঈশ্বর উদ্দেশেই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে; লোকসমাজে যশের জন্য করে না; বরং আপন পুণ্যকর্ম্মের গৌরবে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।—রামারঞ্জিকা।

(৮) মেরি কারপেণ্টর ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলের ন্যায় বিবাহ করেন নাই; কেবল পরোপকারে জীবন কাটাইয়াছেন। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে দুঃখী লোকের গৃহ দেখিবার জন্য এক সভা স্থাপিত হয়; ও এই বিবি কারপেণ্টর একজন বিশেষ কর্ম্মকারিণী ছিলেন।

এমন এমন স্থান ছিল, যেথানে কেবল অন্ধকার, ময়লাতে পূর্ণ ও যাহারা থাকিত, তাহারা দরিদ্রতার ক্লেশ সহ্য করিতেছে। এই সকল দেখিয়া তাহার চিত্ত অস্থির হইত। রাস্তায় অনেক দরিদ্র বালক বেড়াইত ও কুকর্ম্মে রত হইত। তাহাদিগের জন্য তাঁহার আনুকূল্যে এক র‍্যাগেড স্কুল স্থাপিত হয়। যাহার নিষ্কাম কার্য্যকরণের বাসনা, সেই বাসনা নানারূপে প্রকাশ হয়। অল্প বয়সে পিতামাতার অযত্নে বালক ও বালিকা দোষ করিয়া কারারুদ্ধ হয়; এই বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তিনি এক পুস্তক লেখেন। ইহার ফলে শিক্ষাবিষয়ে লোকের অধিক মনোযোগ হয়। বালক ও বালিকাদিগকে কিরূপে শিক্ষা দিয়া সংশোধন করিতে হইবে, তাহা বিবেচিত হইতে লাগিল। তিনি এদেশে আসিয়া স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের শিখিতে ও শিখাইতে বিলক্ষণ ইচ্ছা আছে। বিলাতে যাইয়া দেখিলেন যে, কয়েদী স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীলোক রক্ষকদ্বারা রক্ষিত হইতেছে, এবং তাহারা প্রতিদিন শিক্ষা পাইতেছে।

(৯) মারকিনদেশে মরসর নামে একজন গবর্ণর ছিলেন। কিছুকাল পরে সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চাষ-বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। মারকিনদেশে অনেকে আফ্রিকা হইতে আনীত হাবসি গোলামের দ্বারা চাষ-বাস করে। ঐ সকল হাবসি গোলাম ক্রীত, এপ্রযুক্ত কেবল তাহাদিগের খাওয়া পরা লাগে, মাহিনা দিতে হয় না। মরসরের কেবল এক কন্যা ছিল; তাঁহার নাম মারগেরেট মরসর। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া তিনি কেবল

পরহিতে রত থাকিতেন। প্রথমে দেখিলেন, তাঁহার অধীনে অনেক গোলাম আছে; তাহাদিগকে ক্রয় করিতে বিস্তর ধন ব্যয় হইয়াছে। মনুষ্য যে মনুষ্যের গোলামী করে এবং নিষ্ঠুর-রূপে প্রহারিত হইলেও কিছু বলিতে পারে না ও গোরু ঘোড়ার ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমে ক্রীত বিক্রীত হয়, ইহার মূল কেবল মনুষ্যের অসদ্বিবেচনা; এমত কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রীতিজনক কখনই হইতে পারে না; অতএব এ কর্ম্ম পাপকর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; পাপ কর্ম্ম পরিত্যাগে যদি সর্ব্বনাশ হয়, তাহাও করা বিধেয়। এই বিবেচনায় ঐ অবলা সমস্ত দাসদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। তাহারা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অসীম আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে গমন করিল। মারগেরেট মরসরের প্রচুর আয় ছিল; এক্ষণে তাহা ঘুচিয়া যাওয়াতে তাঁহাকে পরিশ্রমদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইল। এই মহৎ কর্ম্ম করিয়া তিনি এক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন ও যাহাতে তাহাদিগের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি হয়, এমত উপদেশ দিতে লাগিলেন।—রামারঞ্জিকা।

(১০) ইটেলিদেশে রোজাগোভানা নামে একজন বালিকা থাকিতেন। তাঁহার পিতামাতা ছিল না; তিনি উত্তমরূপ সেলাই করিতে পারিতেন; ঐ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইত। পৃথিবীর সুখভোগ অথবা বিবাহকরণে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। দৈবাৎ এক দিবস একটি দুঃখী অনাশ্রয় বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন—তুমি অনাথা; আমি তোমাকে প্রতিপালন করিব; তুমি আমার নিকট থাক। এই প্রস্তাবে ঐ অনাথা বালিকা

সম্মত হইলে রোজাগোভানা অন্যান্য অনাথা বালিকা সংগ্রহ করিয়া সকলকে শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করাইতে লাগিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ সকল বালিকারা পরে আপন জীবিকা-নির্ব্বাহে সক্ষমা হইবে ও পরিশ্রমী স্বভাব হইলে মন্দ পথে যাইবে না। প্রথম প্রথম অনেক অনেক মন্দ ও লম্পট ব্যক্তি রোজাগোভানার প্রতি পরিহাস ও দোষারোপ করিয়াছিল; কিন্তু পরমেশ্বর-উদ্দেশ্য কর্ম্মে চরমে ইষ্টলাভ অবশ্যই হইয়া থাকে।—অল্প দিনের মধ্যে রোজাগোভানার শিল্পকর্ম্মালয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িল ও দেশের অনেক অনাথা বালিকার উপকারপ্রাপ্তি দেখিয়া রাজপুরুষেরা বিবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের পর রোজাগোভানা দুই এক-জন শিষ্য লইয়া ঐরূপ শিক্ষালয় অন্যান্য স্থানে স্থাপন করিয়া একুশ বৎসর পরোপকারার্থ আপনি পরিশ্রম করিয়া আক্রান্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলেন।

অদ্য সন্ধ্যা হইল; যদ্যপি অবকাশ হয়, তবে আর এক দিবস অনুগ্রহ করিয়া আইলে বড় আপ্যায়িত হইব। অঙ্গনা-দিগের মধ্যে প্রেমকুমারী ও বসন্তকুমারী বলিলেন—গোপাল-বাবু! আপনকার উপদেশে আমরা উপকৃত হইলাম। বেদ-পুরাণাদিতে শুনি, এদেশের স্ত্রীলোক বড় উচ্চ ছিলেন, আধ্যাত্মিক ও জ্ঞান ধর্ম্ম আলোচনায় জীবন যাপন করিতেন ও পরোপকার সাধ্যানুসারে প্রাণপণে করিতেন। এক্ষণে দেখিতেছি যে, ইউরোপীয় ভগিনীরা নিষ্কাম ধর্ম্ম বিস্তীর্ণরূপে করেন। এদেশের স্ত্রীলোকেরা সেই সকল কার্য্য, অর্থাৎ রোগীর সেবা, রোগীকে ঔষধি ও অর্থদান, দরিদ্র লোককে আহারদান,

উপায়হীন শিশুদিগকে বিদ্যাদান, রুগ্ন দেশে ঔষধিদান ও দুর্ভিক্ষ দেশে অন্নদান, এরূপ নানাপ্রকার কার্য্যে পরের দুঃখ ও ক্লেশ বিমোচন ও তাহাদিগের উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বভাব ও শিক্ষা অধিক আন্তরিক—তাঁহারা ধ্যান, ব্রত, অর্থব্যয় ইত্যাদিতে শীঘ্র মিলিত হয়েন। ইউরোপীয় নারীরা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কার্য্য দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বিলাতীয় বিবিদিগের কথা।

সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে এমত সময়ে মলের ঝুনুর ঝুনুর শব্দ হইতে লাগিল। গোপালের মধুর বাণী যে শ্রবণ করে সে বিমোহিত হয়। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে রমা, শ্যামা, বামা, উমা, লবঙ্গলতা, কুঞ্জলতা, ঝুম্‌কোলতা প্রভৃতি নারীরা সুখাসীন হইলেন।

কন্দর্পদলনী জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপাল বাবু! যদি ইংরাজ বিবির প্রতি এত অনুরাগ, তবে একটিকে 'বিয়ে করিয়া আন্‌লেন না কেন?

গোপালের চক্ষু শান্তিদায়িনীর চক্ষুর উপর পতিত হইল। চারি চক্ষুর সম্মিলনে বৈবাহিক শুভদৃষ্টির শুদ্ধতা উদ্দীপ্ত হইল। স্বামীর "আমি কেবল তোমারই" প্রকাশক দৃষ্টিতে স্ত্রীর দৃষ্টি "আমিও তোমারই" প্রকাশ হইল। অন্যান্য বামারা

এই চাওনিতে চমৎকৃত হইলেন। গোপাল কথা আরম্ভ করিলেন।

গত কল্য ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের দেশহিতৈষিণী-ভাবে নানাপ্রকার ধর্ম্মকর্ম্মের বর্ণন করিয়াছি। এক্ষণে যাহা বলি তাহা শ্রবণ করুন। মাতাই প্রকৃত শিক্ষাদাতা—যাবতীয় উচ্চ লোক জন্মিয়াছে তাহারা মাতা কর্তৃক শিক্ষিত। জর্জ হারবাট বলেন, একজন উত্তম মাতা শত শিক্ষকের সমান। আগষ্টিন সেণ্ট-আগষ্টিন হইতেন না যদ্যপি তাঁহার মাতা মনিকার দ্বারা উপদিষ্ট না হইতেন। কবি কাউপার প্রথমে কুপথগামী ছিলেন, মাতা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করেন। সার্ উইলিয়ম জোন্স যিনি এতদ্দেশীয় শাস্ত্র ভাল জানিতেন, ও এখানে সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, তিনি তিন বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতার দ্বারা শিক্ষিত হয়েন। কবি গ্রের পিতার চরিত্র জঘন্য ছিল কিন্তু তিনি মাতার উপদেশে উত্তম হইয়াছিলেন। বিশপ হল আপন পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে তাঁহার মাতাই তাঁহাকে শিখান। জন্ ওয়েসলির শিক্ষাদাতা তাঁহার মাতা। ডাক্তার জনসন, জর্জ ওয়াসিংটন, ক্রমওয়েল, নেপোলিয়ন, বেকন, আর্স্কিন, ব্রুহাম, প্রেসিডেণ্ট আডাম, সকলেই মাতাকর্তৃক শিক্ষিত। অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে উত্তম শিক্ষার বীজ মাতার দ্বারা রোপিত হয় ও শিক্ষা-বীজকে প্রেমের জলসেচনের দ্বারা অঙ্কুরিত করা কেবল মাতার দ্বারাই হইয়া থাকে। পাঠশালার শিক্ষাতে বালক-বালিকারা এলোমেলো হইয়া পড়ে; মাতার শিক্ষায় তাহাদিগের

চরিত্র ধর্ম্মভাবে বদ্ধমূল হয়। ধর্ম্মের আসল শিক্ষা পরমেশ্বরতে চিত্ত অর্পণ করা। বিপদই হউক, ক্লেশই হউক, শোকই হউক, কিছুতেই অশান্ত হইবে না।

আর একটি কথা শুনুন।—উত্তম কন্যা না হইলে উত্তম স্ত্রী হয় না; উত্তম স্ত্রী না হইলে উত্তম মাতা হয় না। ইউরোপেও পতিপরায়ণা নারী আছেন, এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যেমন দময়ন্তী, চিন্তা ও সীতা আপন স্বামির সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ লিভিংষ্টন ও বেকারের স্ত্রীরা ক্লেশ স্বীকারকরত দূরদেশে গমন করিয়াছিলেন। পাতিব্রত্যধর্ম্ম অনেকেই অনুষ্ঠান করে।

এদেশে বহুকালাবধি স্ত্রীলোক সম্মানিত ও দেবভাবে গৃহীত। বিলাতে স্ত্রীপুরুষকে সর্ব্বতোভাবে সমান করণার্থে অনেক আন্দোলন হইতেছে। যাঁহারা এই আন্দোলন করিতেছেন তাঁহারা বলেন—স্ত্রীলোক কোন অংশে পুরুষের নিকৃষ্ট নয়; তবে তাহাদিগের সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার কেন না হইবে? অনেক বিবি পুস্তকাদি লিখিতেছেন, কেহ উচ্চ বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন; তবে পুরুষের যে যে কার্য্য ও যে যে অধিকার, স্ত্রীলোকের সেই সেই কার্য্য ও অধিকার কেনই না হইবে? কেহ কেহ কহেন—যদি স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় কার্য্যালয়ে গমন করেন, তবে বাটীর কার্য্য ও সন্তানাদির শিক্ষা কিরূপে হইবে? স্ত্রীলোক ভিন্ন গৃহ শূন্য। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কন্যারা অল্পবয়সে কার্য্যালয়ে কার্য্য করিতে যায়, এজন্য তাহাদিগের শিক্ষা কিছুই হয় না ও অনেকে ভ্রষ্টাচার শিখে। ঈশ্বর ব্যতিরেকে পবিত্রতা নাই, ঈশ্বরধ্যান ব্যতিরেকে উপাসনা

নাই, উপাসনা ব্যতিরেকে ধর্ম্মাভ্যাস নাই, ধর্ম্মাভ্যাস ব্যতি-রেকে জীবন জীবনই নহে।

প্রমদা।—গোপাল বাবু! ভাল বল্লে। আপনকার কথা শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

(বঙ্গদেশীয়) শিবদুর্গা।—সব পারি; কিন্তু ভ্যাক্ না নিলে বাইরে গিয়া কাম কেমনে কর্‌ব?

বিদ্যুল্লতা।—ওগো ঠাকরুণ! ভ্যাকের দরকার কি? আপন ইচ্ছা হইলে অভাবনীয় কার্য্য হয়। টাকার দরকার নাই, সঙ্গীর দরকার নাই। কার্য্যটি ভাল এই বিশ্বাস—কার্য্যটিতে অন্যের মঙ্গল এই বিশ্বাস, ও আমাকে এই কার্য্য করিতে হইবে এই প্রতিজ্ঞা।

গোপাল।—আপনাদিগের সংস্কার হইতে পারে যে, বিলাতে স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম্ম কিছুই করেন না; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। মধ্যবর্ত্তী লোকদিগের গেহিনীরা প্রত্যূষে উঠিয়া রাঁধুনিকে আহার প্রস্তুত করিতে সাহায্য করেন। সাড়ে সাতটার সময়ে বাটীর কর্ত্তা আপন কার্য্যার্থে বাটী হইতে গমন করেন। গৃহিণী আপন কিঙ্করীকে লইয়া উপরে যাইয়া বিছানা করেন, গৃহ সকল পরিষ্কার করেন; পরে পাকশালায় আসিয়া হাঁড়ি সকল দেখা ও পাকের সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়। যেমন খাদ্য পাক হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা আহারীয় প্রস্তুত হয়। বেলা একটার সময় আহার প্রস্তুত; যাঁহারা উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা ভোজন করেন। পরে গেহিনী উপরে যাইয়া পরিষ্কার হইয়া সুশোভিত হয়েন। তখন শিল্পকার্য্যের চুবড়ি লইয়া হয়ত শিল্পকার্য্য করেন, নয়ত

পুস্তক পাঠ করেন, নয়ত কিছু রচনা লেখেন। বেলা পাঁচটার সময় কর্ত্তা আইসেন; তখন সকলে আহার করেন; তাহার পর বায়ুসেবনার্থে তাহারা পদব্রজে অথবা গাড়িতে বাহিরে বেড়াইতে যান। রাত্রে সঙ্গীত অথবা তাস প্রভৃতি খেলা হয়। রাত্রি নয়টার সময় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া সকলে ঈশ্বর-উপাসনা করেন। মধ্যবর্ত্তী লোকেরা স্বল্প ব্যয় হইবে বলিয়া প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস আপন আপন রুটি বাটীতে প্রস্তুত করিয়া রুটিওয়ালার নিকট সেক করিতে পাঠাইয়া দেন। রবিবারে কেহ কর্ম্ম করে না; সকলে আরাম করে। অনেক পরিবারে ঐ দিবসে রান্ধিবার জন্য অগ্নি প্রজ্জলিত হয় না; কেবল শীত নিবারণজন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহাই হইয়া থাকে; রন্ধন পূর্ব্বদিবসে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সোমবারে ময়লা বস্ত্রাদি ধৌত হয়। মঙ্গলবার রুটি প্রস্তুত করিবার দিবস। বুধবার হিসাব দেখিবার দিন। বৃহস্পতিবার যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র বাটীতে ধৌত হইতে পারে তাহা হইয়া থাকে। শুক্রবারও রুটি প্রস্তুত করিবার দিবস। শনিবারে সকল পরিষ্কার হইয়া থাকে। গলিচা প্রভৃতি সকল সাফ হয়, যাহাতে বাটীতে কোন অপরিষ্কার না থাকে তাহাই করা হয়।—অতএব দেখিবেন যে ইংলণ্ডের গেহিনীর পরিশ্রমে ক্ষান্ত হয় না। এক্ষণে আপনারা অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন।

এই বলিবামাত্র তাহার স্ত্রী দুইখানি সরভাজা সকলের নিকট ধরিলেন। কোন কোন রাত্রে যেমন রাশি রাশি তারা প্রকাশ হয়, সেইরূপ বামানয়ন নয়নোপরি পতিত হইয়া তারকা-সাগরন্যায় ভাসমান হইল। এই উজ্জ্বলচক্ষুতে সম্মতি স্থাপিত

হইলে অর্পিত দ্রব্য পরিত্যক্ত হইল না ও সকলেই একটু একটু টুক্‌রা ভাঙ্গিয়া বদনে প্রদান করিয়া মস্তক নোয়াইয়া রহিলেন। গোপাল সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহির-বাটীতে আসিলেন।

দুই একজন স্ত্রীলোক বলিলেন—গোপাল বাবু বিলাত গিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার বাটীতে কিছু গ্রহণ করিব না, কিন্তু তাঁহার উচ্চ চরিত্র ভাবিলে ও তাঁহাকে দেখিলে জাতিভেদ মনে হয় না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্তানাদির বিবরণ।

ভবভাবিনী ও কুলপাবন সর্ব্বদা একত্র থাকে। দুই জনেই মাতার অনুকরণ করে ও একজন যাহা শিখে তাহা অন্য জনকে বলে। তাহাদিগের মধ্যে কিছুই গোপন নাই ও সর্ব্বদা বলাবলি করে—মা বাপের মত কিরূপে হইব? নব কুমারের নাম হইল ভবতোষ, কারণ ঐ বালকটি সর্ব্বদাই হাস্য করে। ভবভাবিনী ও কুলপাবনের শিক্ষা স্কুলশিক্ষান্যায় হইত না। পিতা ও মাতা তাহাদিগের মনে উদ্বোধন করিয়া দিতেন; পরে তাহারা চিন্তা ও অনুসন্ধানদ্বারা অসারকে পরিত্যাগ করিয়া সাঁর গ্রহণ করিতেন। বিবেকশক্তির পরি-চালনা হইলে স্মরণশক্তির উন্নতি আপনা আপনি হয়। কালেতে পুত্র ও কন্যার যৌবনাবস্থা হইল। পল্লির স্ত্রী-

লোকেরা আসিয়া তাহাদিগের বিবাহের কথা প্রস্তাব করিত, কিন্তু কি পিতা, কি মাতা, তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। কন্যা ও পুত্র জ্ঞানানন্দে ও ধর্ম্মানন্দে এমত আনন্দিত থাকিতেন যে, বিবাহচিন্তা কদাপি করিতেন না। গোপাল কৌন্সলির কর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। আয় বৃদ্ধি হওয়াতে অপ্রকাশ্য অথচ বিশেষরূপে পরোপকার করিতে লাগিল। বাটীতে দরিদ্র লোকের বালিকাদিগের জন্য এক পাঠশালা স্থাপন করিলেন। শান্তিদায়িনী ও ভবভাবিনী শিক্ষা দিতেন ও যে সকল বালিকার বস্ত্র থাকিত না, তাহা-দিগকে বস্ত্র দিতেন। যে সকল বালিকা পড়িত তাহাদিগের ভবনে যাইয়া তাহাদিগের গৃহ পরিষ্কাররূপে আছে কি না তাহা তদারক করিতেন ও তাহাদিগের পিতামাতার অনাটন হইলে অর্থ দিতেন। যে যে বালিকা উত্তম শীল ও চরিত্র প্রকাশ করিত, তাহাদিগকে শান্তিদায়িনী কোলে লইয়া মুখ-চুম্বন করিতেন। বাটীতে মধ্যে মধ্যে অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইতেন।

এক দিবস বাটীতে গোপাল স্ত্রী ও সন্তানদিগকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমত সময়ে বড় গোল উঠিল—"জিন্নিপাখির মা পিসিপেৎনী, মধুসেনের মা পিসিপেৎনী হো, হো, হো!" বাটীর একজন চাকর আসিয়া বলিল যে, একজন রাক্ষসীর মতন মেয়েমানুষ আসিতেছে ও রাস্তার ছোঁড়ারা ঐ কথা চীৎকার করিয়া বলিয়া তাঁহার গায়ে ধূলা দিতেছে। দেখিতে দেখিতে ঐ স্থূলাঙ্গী আসিয়া উপস্থিত—হাঁপাইতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন—বাবা! অনেক যায়গায় গেলাম

ঘটে, কিন্তু কোথাও আরাম পাই নাই। কুপুত্রের কথা স্মরণ করি ও নয়নের জলে ভেসে যাই। হা বিধাতঃ! সৎপুত্র না হইলে নিস্তার নাই।

গোপাল।—বাছা, রোদন করিও না; তুমি এইখানে থাক।

সন্ধ্যা না হইতে হইতে পল্লির দুই চারি জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালকবালিকার শিক্ষাবিষয়ক অনেক আলাপ হইল। তাঁহারা বলিলেন, সুশিক্ষা দুষ্প্রাপ্য; স্কুলে পড়িলেই সুশিক্ষা হয় না। পিতামাতা উত্তম শিক্ষক হইবেন ও আপনারা সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবেন, নতুবা ভাল শিক্ষা হওয়া ভার।

গোপাল।—আমার এই মত।

অঙ্গনারা। কিন্তু সর্ব্বত্রে ত শান্তিদায়িনী নাই—শান্তি কোথা হইতে হইবে?

শান্তিদায়িনী করজোড় করিয়া বলিলেন,—দিদি! অত্যুক্তি হইতেছে—আমি আপনাদিগের পদতলে পড়িয়াছি?

অঙ্গনারা।—গোপালবাবু! ভাগ্যক্রমে লক্ষ্মী পেয়েছ। এক গুণবতী স্ত্রীতেই তোমার সর্ব্ববিষয়ে শ্রী। আহা! কি সহিষ্ণুতা, কি মিষ্ট বাক্য, কি ধর্ম্মপরায়ণত্ব, কি ঈশ্বরেতে ভক্তি। এমন মেয়েমানুষের কাছে দুই দণ্ড বসিলে প্রাণ শীতল হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—◆—

সমাহিতার বৃত্তান্ত।

মধ্যাহ্ন সময়; প্রখর রবি। শান্তিদায়িনী শিল্পকার্য্য করিতে-ছেন। মস্তক নিম্নে—উত্তোলন করিবামাত্র দেখিলেন, একজন সুন্দরী কন্যা একটি বালিকার হস্তধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মানা। যুবতী গৌরাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, শুষ্কবদনা, রোরুদ্যমানা, বিশালাক্ষী, এলোকেশী। গেহিনী আস্তেব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাছা তুমি কে? ঐ রমণী সম্মুখে বসিয়া আপন বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।—মা! আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা; বাটী বীরভূম। ভাগ্যক্রমে এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সহিত বিবাহ হইয়াছিল; তাঁহার নিকট হইতে অনেক উপদেশ পাই ও জীবনের সার-কার্য্য কি তাহা জানিয়া সেই অনুসারে তাঁহার অনুকরণ করিতাম। তাঁহার প্রধান উপদেশ এই যে, শোক ও দুঃখে অস্থির হইও না, সৎসঙ্গ করিও, পবিত্র পুস্তক পাঠ করিও ও জগদীশ্বরকে সর্ব্বদা ধ্যান করিও। কালক্রমে এই কন্যাটি জন্মিলে, ইহাকে সদুপদেশ দিতেন ও কিপ্রকারে ইহাকে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা আমাকে বলিয়া দিতেন। অনেকে কন্যাসন্তানকে সন্তান জ্ঞান করেন না। তিনি আমাকে সর্ব্বদা বলিতেন—কন্যা ও পুত্র সমতুল্য ও সমানরূপে শিক্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। মনু বলিয়াছেন যে, কন্যা অতিশয় স্নেহের পাত্রী। পতির সদালাপ ও সদানুশীলনে অতিশয় সুখী ছিলাম। জীবনের স্রোত সমানরূপে বহে না ও সকল অবস্থা অতীত

হইতে পারে না। দুঃখ ও শোক কি কারণে প্রেরিত হয় তাহা জগদীশ্বর জানেন; বোধ হয় আমাদের উন্নতির জন্য। আমরা দুর্ব্বল মানব, তাঁহার সকল কার্য্য বুঝিতে পারি না। দৈবাৎ পতির সাংঘাতিক পীড়া হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। তিন দিবস ও তিন রাত্রি তাঁহার নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। আমার গলদেশে হস্ত দিয়া ও আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেবল এইমাত্র বলিলেন—শান্ত হও; আমার জন্য শোকে জগদীশ্বরকে চিন্তা তোমার বৃদ্ধি হইবে, কন্যাটিকে পবিত্র শিক্ষা প্রদান করিও। তাঁহার মৃত্যুর পরে আত্মীয়গণ সাংসারিক-ভাবে সান্ত্বনা করিতে আসিতেন, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিত না; বরং উত্তম উত্তম পুস্তক ও সাধু ব্যক্তিদিগের নিকটে বসিয়া পারলৌকিক কথা শুনিলে অথবা পরমেশ্বরকে ধ্যান করিলে আরাম পাইতাম। পতির বিষয়াদি যাহা ছিল তাহা সামান্য। যে বাটীতে থাকিতাম তাহা তাঁহার নিজ বিষয় ছিল না। আমি অনাশ্রয়ী - জ্ঞাতিগোত্রে মিলিয়া আমাকে বাটী হইতে বাহির করিয়া দিল। কেহ কেহ পরামর্শ দিল, তুমি নালিস কর; আমি সে পথ অবলম্বন না করিয়া প্রান্তভাগে একখানি কুটীর ভাড়া করিয়া কিছুকাল থাকিতাম ও আমার দুই এক অলঙ্কার যাহা ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া কষ্টে গ্রাসা-চ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতাম। এক্ষণে অর্থাভাবজন্য এ কন্যাটির হস্তধারণ করিয়া পথে পথে বেড়াইতেছি। যাহা ভিক্ষা করিয়া পাই তাহা লইয়া ইহাকে এক মুটা দিই। আমার নিজের আহারজন্য ব্যস্ত নহি—হলো হলো, না হলো না হলো।

যতদূর জগদীশ্বর বল দিয়াছেন ততদূর ক্লেশ সহ্য করিতেছি। ঈশ্বর ক্লেশের দ্বারা আমাদিগকে উচ্চ করেন, তিনিই ধন্য।

এই কাহিনী শুনিয়া শান্তিদায়িনী ঐ কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া স্বীয় অঞ্চল দিয়া তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে তাঁহার দুঃখজন্য মুগ্ধ হইয়া অশ্রুপাত করত বলিলেন—মা! তুমি কৃপা করিয়া এখানে থাক। তোমার ন্যায় নারী নিকটে থাকিলে স্থান পবিত্র হয়।

যে নারী উপস্থিত হইলেন, তাঁহার নাম সমাহিতা ও তাঁহার কন্যার নাম মোক্ষবিলাসিনী। কুলপাবন ও ভবভাবিনী অন্য গৃহে ছিলেন, মাতার নিকট আসিয়া সমাহিতা ও তাঁহার কন্যাকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

ভবভাবিনী মোক্ষবিলাসিনীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মাতা কন্যা মলিন বস্ত্র পরিধানা; তথাচ তাহাদিগের আত্মজ্যোতিঃ তাহাদিগের বদনে ভাসমান। স্নাত হইয়া ও নূতন বস্ত্র পরিধান করত উভয়ে আহার করিলেন। শান্তিদায়িনী দেখিলেন যে, সমাহিতা ও তাঁহার কন্যার অন্তরের ভাবে সম্পূর্ণ সমতুল্য। তাহাদিগের লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। গোপাল কলিকাতা হইতে আসিয়া সমাহিতার সহিত আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইলেন। সদালাপ, ধর্ম্মালাপ, ঈশ্বর-আলাপ, নিষ্কাম কার্য্যের অনুষ্ঠান, ধার্ম্মিক লোকের আত্মীয়তায় মূলবর্দ্ধন হয়।

বাটীর নিকট শান্তিদায়িনী একখানি ফলফুলের উদ্যান প্রস্তুত করিলেন; সেখানে একটী কুটীর নির্ম্মিত হইল ও তথায় আপনি, কন্যাপুত্র, সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনী প্রাতে ও

বৈকালে যাইয়া মৃত্তিকা প্রস্তুত, বীজবপন ও উদ্ভিদ সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সঙ্গে একটি কুকুর ও বিড়াল থাকিত তাহাদিগকে আদর করিতেন। শ্রান্ত বোধ হইলে কুটীরে আসিয়া বসিতেন। ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী মিষ্টস্বরে ঈশ্বরের কৃপাবিষয়ক গান করিতেন। শান্তিদায়িনী মুগ্ধ হইতেন ও সমহিত্তার নয়ন দিয়া মুক্তধারা অশ্রুতে তাহার বিমল বদনের স্বর্গীয়ভাব প্রকাশ হইত। শান্তিদায়িনী জিজ্ঞাসা করিতেন, 'ভগিনি! পতির জন্য কখন কখন কি কাতর হও?' 'দিদি! হাঁ মধ্যে মধ্যে কাতর হই, কিন্তু এই কাতরতাই আমার মঙ্গলের সোপান। যিনি শোক প্রেরণ করেন, তাঁহাকে ভাবিলে তিনি শোক হরণ করেন। যখনই ঈশ্বরকে চিন্তা করি, তখনই শোকাতীত হই।' কুটীরের ভিতর পিঞ্জরে নানা পক্ষী থাকিত। বাগানের একপার্শ্বে নানাপ্রকার পায়রা ছিল। গলাফুলা,নোটন, মুক্ষি, গেরওয়াজ, বোগদাদ, সেরাজু,গোলাইত্যাদি;—ডানানাড়ার শব্দ, বকবকমকুম, নিম্নে আসিয়া দানা খাইবার কোলাহল সর্ব্বদাই হইতেছে। উদ্যানের ভিতরে একটি পুষ্করিণী ছিল, তাহা মৎস্যে পরিপূর্ণ, ধৃত হইত না, মুড়ি অথবা চিড়া ফেলিলে মৎস্য ভাসিয়া উঠিত ও খেলা করিয়া বেড়াইত।

বসন্তের সমাগম। উদ্যানের বৃক্ষ ও লতা যেন নব কলেবর ধারণ করিয়াছে। যাহা শুষ্ক তাহা রসযুক্ত হইল, যাহা জীবনবিহীন তাহা যেন জীবনপূর্ণ হইল। প্রত্যেক অঙ্কুর ও পুষ্প হইতে রস উচ্ছ্বাসিত হইতেছে। পত্র, কুঁড়ি ও পুষ্প নানাবর্ণীয়—শ্বেত, পীত, নীল, মরকত, লাল বর্ণে মিশ্রিত ও এত বর্ণনা-

তীত যে, চিত্রকর তাহা অনুকরণ করিতে অক্ষম। চতুর্দ্দিকের গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিমোহিত। দর্শনে ও ঘ্রাণে সমাহিতা পুলকিতা হইয়া ঊর্দ্ধনয়নী হইয়া বলিলেন—দিদি! এরূপ অবস্থাতে চিত্ত সৃষ্টিতে স্থায়ী হয় না, যিনি বিশুদ্ধ ও অনন্ত প্রেম স্বরূপ তাঁহাতেই সংযুক্ত হয়। শান্তিদায়িনী সমাহিতার বাক্য শুনিয়া তাঁহার গলদেশে হাত দিয়া প্রেমে মগ্ন হইয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। উক্ত দুই রামা ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হইয়া বিগলিতচিত্তে থাকিলেন ও তাঁহারা যেন স্বর্গ ত্যাগ করিয়া নিম্নে আসিয়াছেন এইরূপ প্রকাশ হইল।

কিয়ৎকাল পরে উক্ত দুই নারী ও তাঁহাদিগের কন্যারা পল্লীর দরিদ্র ব্যক্তিদিগের আবাসে গমন করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের ভগ্নকুটীরে যাইয়া বালাণ্ডার মাদুরের উপর উপবেশন করেন;—তাহারা জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা সন্তানাদি লালন পালন করিতে পারিতেছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করেন ও তাহাদিগের অভাব কি তাহা অবগত হইয়া গোপনে বিমোচন করেন। কাহাকে অর্থ দেন, কাহাকে বস্ত্র দেন, কাহাকে ঔষধি দেন, কাহাকে নীতিবিষয়ক পুস্তকাদি দেন,—এইরূপে দরিদ্রলোকের যথাসাধ্যানুসারে সুখ বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করেন। জাতিভেদ গণনা করেন না, হাড়ি হউক, চণ্ডাল হউক, উপকার করণের পাত্রী দেখিলেই উপকার করেন। নীচজাতীয় সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করত আদর করেন। যদি কেহ কোন গৃহকার্য্য করিতে অক্ষম, তাহার গৃহকার্য্য তাঁহারা করেন। যদি কেহ পীড়ায় শয্যাগত হয়, তাহার আরামজন্য শুশ্রূষা করেন। ভয়ানক

রোগাদি দেখিয়া ভীত হয়েন না। বসন্ত, হাম, ইত্যাদি রোগ দেখিলে অনেকে নিকটে যায় না, তাঁহারা অকুতো-ভয়ে নিকটে বসিয়া সেবার দ্বারা রোগের যন্ত্রণা কমাইতেন। সামান্য স্ত্রীলোকেরা ঐ নারীদ্বয়ের উচ্চ অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়া বলিত—ওমা! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দেওয়া গেল, পুরাণ শুনা গেল, ব্রত নিয়ম গেল, অস্পর্শীয় জাতিদিগের বাটীতে আসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিলে কি লাভ হইবে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

জীবনচেতন সামশ্রমীর বিবরণ ও কন্যাপুত্রের বিবাহের কথাবার্ত্তা।

কলিকাতায় এক আফিস লইয়া গোপাল তথায় থাকেন। এক কামরায় যাবতীয় আইন, অ্যাক্ট রিপোর্ট, প্রিভি-কৌন্সিলের ও অন্যান্য আদালতের বিচার ও সরেস সরেস আইনের পুস্তক সকল শেল্ফে সাজান। মোকদ্দমা পড়িলেই তাহার সার অসার নির্ব্বাচিত করেন ও কি কি অংশ প্রমাণের ও কি কি অংশ আইনে উপর নির্ভর করে, তাহা স্বতন্ত্র করিয়া গোপাল বিশেষ মনোযোগ দিয়া আদালতের কার্য্য করিতেন। বুদ্ধি প্রখর, মেধা অসাধারণ,—যাহা হাতে লইতেন তাহাতেই প্রায় জয়ী হইতেন। যাহার পক্ষে তিনি থাকিতেন, সেই প্রায় জয়ী হইত। গোপাল অধিক বক্তৃতা করিতেন না, কেবল কেযো কথাগুলিন শৃঙ্খলা করিয়া বলিতেন; তাহা শুনিয়া জজেরা তাঁহার পক্ষে ঝুঁকে যাইতেন।

জীবনচেতন সামশ্রমী বাল্যকালাবধি তাঁহাকে জানিতেন। তিনিও বিলাতে যাইয়া কৌন্সিলি হইয়া আসিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে গোপালের বাটীতে ভবভাবিনীকে দেখিয়া মনে করিতেন—এই বালিকার মুখশ্রী চমৎকার—যদি বিবাহ করিতে হয়, তবে ইহাকেই বিবাহ করিব; কিন্তু অগ্রে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। বিলাতে গোপালের নিকট তাঁহার পরিবারের তত্ত্ব করিতেন। ভবভাবিনীর উপর যে তাঁহার দৃষ্টি আছে, তাহা গোপাল অনবগত; এজন্য তিনি মনে করিতেন যে, কেবল আত্মীয়ভাবে তত্ত্ব করিতেন। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া জীবনচেতন গোপালের সহিত মিলিত হইলেন ও তাঁহার অনুকরণ করত বিখ্যাত হইলেন। ক্রমে এক এক মোকদ্দমায় দুইজনে নিযুক্ত হইতেন। আপামর সাধারণ লোকে বলিত দুটো বাঘাভাল্লো কৌন্সলি। জীবনচেতন গোপালকে বলিলেন—আমার নিতান্ত বাসনা যে, ছুটিতে মাতাকে দর্শন করিয়া আসি। গোপাল আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইলেন।

বৈকালে শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা দুইটি কন্যা ও পুত্রকে লইয়া উদ্যানে বসিয়াছেন, এমত সময় গোপাল জীবনচেতনকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। সমাহিতা ও মোক্ষবিলাসিনীর বৃত্তান্ত গোপাল পূর্ব্বেই অবগত হইয়া ছিলেন। শান্তিদায়িনী তাঁহাদিগের যাহা আনুকূল্য করিতেন তাহা ভর্ত্তাকে লিপিদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। গোপাল সমাহিতাকে বলিলেন—আপনি এখানে থাকিয়া আমাদিগকে পবিত্র করিতেছেন, আপনি আমার সহোদরা। সমাহিতা

মস্তক হেঁট করিয়া কেবল স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। জীবনচেতন ঈষদ্ধাস্য ও মধুর কটাক্ষ ভবভাবিনীর প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু ভবভাবিনী ভবাতীত হইয়া রহিয়াছেন, সমাহিতা বলিলেন, কেমন মা! গুণবতী হইয়াছ এক্ষণে পতিগ্রহণ করিবার বাসনা কি হয়? ভবভাবিনী বলিলেন, না মা! কেবল আপনাদিগের ন্যায় সৎকার্য্য অর্থাৎ পরোপকার ও দয়ার কার্য্য করিতে ইচ্ছা যায়, বিবাহ করিতে ইচ্ছা যায় না। সমাহিতা—তবে মা ব্রহ্মবাদিনী অথবা ননের ন্যায় থাকিতে চাহ? কিন্তু পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উত্তম ধর্ম্ম। ইহা অবলম্বন করিলে আত্মার উন্নতিসাধন হয় কারণ ইহাতেই নিষ্কাম ভাবের উদ্দীপন।

ভবভাবিনী। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম উচ্চ ধর্ম্ম বটে ও এই ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে সকামভাব ক্রমশঃ খর্ব্ব হয়। অনেকানেক উচ্চ নারী পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অবলম্বনে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াছেন; কিন্তু আমার চিত্তের ভাব নিষ্কাম কার্য্য করা।

যেরূপ জীবনচেতন ভবভাবিনীকে লক্ষ্য করিতেছেন, কুলপাবন মোক্ষবিলাসিনীর প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। মোক্ষ ব্রীড়াতে পূর্ণ হইয়া মস্তক নত করিতেছেন।

শান্তিদায়িনীও সমাহিতা কর্ণে কর্ণে বলাবলি করিলেন যে উপস্থিত বিষয়ে আমাদিগের বিধি নিষেধ নাই। যখন দুই মন একমন হইবে তখন আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

জীবনচেতন মনে মনে বলিতেছেন গতিক ভাল নহে— "আমি যাকে ভালবাসি সেই দেয় ফাঁকি?" দেখিতেছি, লঙ্কায় আসিয়া হলুদের গুঁড়া লইয়া যাইতে হইবে।

তাহারা বিশেষ ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন ও আপনি বলিতেছেন, বিলাতে অনেক স্ত্রীলোক পরোপকার ও সৎকার্য্য করিয়া জীবনযাপন করেন। অবিবাহিতা হউক, বিবাহিতা হউক, সধবা হউক বা বিধবা হউক স্ত্রীলোক ঈশ্বরেতে সমভাবে মগ্ন থাকিয়া পার্থিব কার্য্য করিবে। এই নশ্বর জীবন ধারণের আনুকূল্য জন্য পতিগৃহীত হইতে পারে, নচেৎ কি প্রয়োজন?

সমাহিতা। যাহা বলিতেছ তাহা প্রশংসনীয়; কিন্তু পুরুষের দারগ্রহণ ও স্ত্রীলোকের পতীগ্রহণে পরস্পরের স্নেহ ও প্রেমের উদ্দীপন এবং সন্তানসন্ততি হইলে তাহাদিগের লালনপালন ও শিক্ষা দেওনে আপন উন্নতি। দেখ, তোমাদিগের জন্য তোমাদিগের পিতা মাতা কিনা করিয়াছেন? তোমাদিগের প্রতি স্নেহ অর্পণ, তোমাদিগের সৎশিক্ষা প্রদান করাতে আপন প্রেমের কবাট উদ্ঘাটন করা ও আপন জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী এই উপদেশ পাইয়া মৌন রহিলেন, মৌনতেই সম্মতি, ব্রীড়ায় মস্তক নত করিয়া থাকিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন তাহাদিগের প্রতি স্নেহপূর্ণ কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, ও কিয়ৎকাল পরে তাহাদিগকে লইয়া বাগানের প্রান্তভাগে ভ্রমণ করিতে গেলেন। এক্ষণে কথাবার্ত্তা ভিন্ন ভাবে হইতে লাগিল। এক্ষণে দূরত্ব নৈকট্য হইল, এক্ষণে বাহ্য ও আন্তরিক ভাব সমান। যাহার যে স্ত্রী তিনি তাহার হস্ত ধারণ করত ভ্রমণ করিতেছেন, সদালাপে মগ্ন, বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে হইবে তাহার চেতনা হইতেছে না, রাত্রি অধিক হইল, বাটীর দৌবারিক আসিয়া বলিল, কর্ত্তা ডাকিতেছেন, তখন তাঁহারা সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ।

বিবাহের দিবস প্রাতঃকালে দিনমনি নবীন আভাতে পূর্ব্বদিক্ চমৎকার চিত্র করিলেন, সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। গোপালের ভবন উড্ডীয়মান পতাকায় সুশোভিত, নহবতখানা হইতে ভৈরব, ললিত, রামকেলী, দেয়সাক, কোকব রাগরাগিণীর আলাপ হইতেছে। দ্বারে ফকির রেওভাট নাগাতে পূর্ণ। শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা প্রত্যুষে সমস্ত পরিবারকে লইয়া ঈশ্বর-উপাসনা সাঙ্গ করিয়া পল্লিস্থ কাঙ্গাল ভোজন করাইতেছেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত লোভাক্রান্ত হইয়া বাটীতে প্রবেশ করিতেছে। দালান, পত্র ও রক্তিমবর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। নীল-রঙ্গের সামেয়ানা বায়ুতে দোদুল্যমান। কিঙ্কর ও কিঙ্করীরা নানাবর্ণীয় বস্ত্রে ও রৌপ্য অলঙ্কারে বিভুষিত। সন্দেস মিঠায়ের মিষ্ট গন্ধ, ভোম্‌রা বোল্‌তা ও মক্ষিকার ভন্‌ভনানি, লুচি কচুরি ভাজির ভাজন-শব্দ ও আন্‌রে দেরে কোলাহলে বাটী পূর্ণ, চতুর্দ্দিকে কেবল দীয়তাং ভূজ্যতাং। আত্মীয়বর্গের আগমন আরম্ভ হইল। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি শিশু, সকলেই সুন্দররূপে আহূত ও মিষ্টালাপের দ্বারা অভ্যর্থিত হইতেছে। শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা সর্ব্বত্রে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছেন। দুই বর এক ঘরে, দুই কন্যা এক ঘরে শান্ত হইয়া রহিয়া-ছেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, সাধারণ জ্ঞান-উপার্জ্জিকা সভার সভ্যেরা, কলিকাতা হাইকোর্টের এতদ্দেশীয় কৌনসলিরা ও

গোপাল সকলই বুঝিয়াছেন, কিন্তু নির্ব্বৃত্তিভাবে থাকিলেন। পরদিন বৈকালে শান্তিদায়িনী ও সমাহিতা বাগানের আটচালায় বসিয়া আছেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন আসিয়া তাহাদিগের পদতলে পড়িলেন। জীবনচেতন বলিলেন, মা! বহুকালের আশা পূর্ণ কর। ভবভাবিনী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক আমি জানি না। এখানে ও বিলাতে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতাম; কিন্তু ধনের অথবা মানের জন্য স্ত্রীগ্রহণ করিতে চাহিনা। যাহার সহিত সঙ্গ করিলে পারলৌকিক মঙ্গল হয় সেই শ্রেষ্ঠতম নারী, সেই ধর্ম্মপত্নী হইবার যোগ্য। কুলপাবন বলিলেন, মা! যদি মোক্ষবিলাসিনীকে না পাই তবে আর পত্নীগ্রহণ করিব না, আমি বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে তাঁহার চিত্ত ও আমার চিত্ত সমচিত্ত, দুই জনে একত্রিত হইলে যেন অন্তরে একত্ব হয়। এই কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে ভবভাবিনী ও মোক্ষবিলাসিনী পরস্পরের গলায় হাত দিয়া এক সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে আসিয়া মায়েদের কোলে বসিলেন। জীবনচেতন ও কুলপাবন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। কন্যাদ্বয় প্রফুল্লভাবে বাগানে ফুল তুলিতে গেলেন।

অম্বিকা কিঙ্করী আসিয়া বলিলেন—একজন ঘটকী আসিয়াছে দেখা করিতে চায়। অনুমতি পাইয়া তিনি নিকটে আসিলেন।

ঘটকী। মা! ঘুরে ঘুরে না খাওয়া না দাওয়া করে তোমার মেয়ের ও বেটার সম্বন্ধ করিয়াছি। হরলাল বাবুর ছেলে এনট্রেন্স ও এফ এ পাস করিয়াছে এইবার বিএতে পাস হবে। ছেলেটি বড় ভাল—রাতদিন পড়ে, বাপের বিষয়

প্রচুর, পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া খেলেও ফুরবে না, আর তোমার মেয়ে গহনা পরে এলে যাবে। ছেলেটির যে সম্বন্ধ করিয়াছি তাহাও বড় ভাল—পিতল রূপা সোণার বরাভরণ, ঘড়ির চেইন, হীরার আংটি, মেয়ের গা সাজন্ত গহনা ও হাজার টাকা নগদ। গড়ের বাজনা বাজাইয়া বে করিতে আসিবে। এখন কি বল, পাকা কথা অথবা দেখা শুনা না কর্‌লে আমি থামিয়া রাখিতে পারি না।

শান্তিদায়িনী কিছুতেই বিরক্ত নহেন, সকল কথা শুনেন ও যে উত্তর দিতে হয় তাহা স্বল্প কথাতে বলেন,—বুঝিলাম, আপনার কথা কর্ত্তাকে বলিব।

ঘটকী। না খেয়ে পেট চোঁ চোঁ কর্‌চে—একটা কাঁটাল ও সন্দেশ দেও, নিয়ে যাই।

শান্তিদায়িনী। অম্বিকে, ঘরে যে খাদ্য সামগ্রী আছে, ঘটক ঠাকরুণকে দাও, উনি যদি বয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, তুই বাছা বয়ে নিয়ে যা, বাছা একটু ক্লেশ হবে কিছু মনে করিস্‌নে।

ঘটকী। মাগো! এত গুণ না হইলে তোমার ঘরে লক্ষ্মী বিরাজমান কেন হবেন? পোড়া লোকে বলে, তোমার জাত গেছে, তাদের মুখ পুড়ে যাউক।

গ্রামের কতকগুলি লোক গোপালকে ঘিরিয়া আইনসম্বন্ধীয় প্রশ্নে তাঁহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছিল। তাহারা চলে গেলে গোপাল বাগানে আসিয়া আরাম পাইলেন। তিনি বসিলে প্রস্তাবিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইল। দুইটি কন্যা বলিলেন, এ দেশে অনেক স্ত্রীলোক বিবাহ করিত না,

অন্যান্য সুহৃদেরা উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণ বাবু গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বলিলেন, আর্য্যজাতিদিগের পূর্ব্বে জাতি ছিলনা, ব্যবসা অনুসারে জাতি হয়। যাহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান তিনিই ব্রাহ্মণ। উপস্থিত বিবাহদ্বয় যে মহামান্য রামতনু বাবু কর্ত্তৃক সমাধিত হইবে, ইহা সকলের প্রীতিজনক। তখন গোপালবাবু রামতনু বাবুর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে ধর্ম্মাঙ্গ পবিত্র সুহৃদ্, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই দুই যুবক ও যুবতীর বিবাহ সমাধা করুন। এই বলিবামাত্র রামতনু বাবু হস্ত জোড় করিয়া দাঁড়াইলেন; তৎক্ষণাৎ যবনিকা উত্তোলিত হইল ও অন্তর হইতে শান্তিদায়িনী মোক্ষবিলাসিনীর হস্তধারণপূর্ব্বক ও সমাহিতা ভবভাবিনীর হস্তধারণপূর্ব্বক সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন। শান্তিদায়িনী আকাশবর্ণীয় বস্ত্র পরিধাতা ও যদিও গাত্রে, হস্তে ও গলায় অলঙ্কারে ভুষিতা তথাপি সর্ব্ব অলঙ্কার হইতে তাঁহার নয়নদ্বয় মনোহর ও আকর্ষণীয়, যে দেখিতেছে তাহার বোধ হইতেছে, চক্ষুর এরূপ জ্যোতিঃ অতি দুষ্প্রাপ্য। অন্তর অতিশয় শুদ্ধ না হইলে এরূপ দৃশ্য হয় না। মোক্ষবিলাসিনীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি, চাওনিতে বোধ হইতেছে যেন তিনি স্বর্গ লক্ষ্য করিতেছেন। সমাহিতা মুক্তকেশী শ্বেত-বসনা দুই হস্তে দুই গাছি বলয়, দুইটি চক্ষু ত্যাগেপূর্ণ, যেন ঈশ্বর জন্য সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া দাড়াইতেছেন। সমস্ত লোক বলাবলি করিতে লাগিল, এই অঙ্গনাদিগের সৌন্দর্য্য অন্তরের সৌন্দর্য্য, বসন ভূষণ অথবা শরীরের সৌন্দর্য্য নহে। ইহাদিগের মুখচন্দ্রিকা দেখিয়া কে না বোধ করিবে ইহাদিগের অন্তর পবিত্রতায় পূর্ণ?

রামতনু বাবু ভক্তিপূর্ব্বক মঙ্গলময়ের আরাধনা করিয়া বলিলেন, মোক্ষবিলাসিনী ও কুলপাবন এবং ভবভাবিনী ও জীবনচেতন তোমরা আপন আপন ভাবি পতি ও পত্নীর হস্তধারণপূর্ব্বক মিলিত হইয়া মঙ্গলময়কে ধ্যান কর ও বল—

যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমার যে এই হৃদয় তাহা তোমার হউক এবং তোমার যে হৃদয় তাহা আমার হউক। হে জগদীশ্বর! তুমি আমাদিগকে কৃপা কর।

যাবতীয় বিদ্যালয়ের বালিকা তথায় উপস্থিত ছিল, তাহারা দুই বর ও দুই কন্যাকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, ও আত্মীয়বর্গের শুভ আকাঙ্ক্ষা বর্ষণ হওনের পর দুই বর ও দুই কন্যা স্ত্রী স্বামীর একতা লাভ করিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

পরে নানাপ্রকার বাদ্য—মৃদঙ্গ বীণ সেতারা জলতরঙ্গ নাসতরঙ্গ এসরাজ বাদিত হইতে লাগিল। নানাপ্রকার গান সংগীত হইল। পিসিপেত্নী বাদ্য ও গানে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করত এই গান করিলেন—

মা না ভাল হলে ছা ভাল হয় না গো।
মা ই তারিণী হয়ে ছাকে তরায় গো॥

বা, বা, চমৎকার চমৎকার, ওগো তোমাকে পিসিপেত্নী কে বলে? তুমি প্রকৃত উপদেশদায়িনী।

পিসিপেত্নী—ওগো যে মুখে বলা হইয়াছিল কানিচাংমুড়ী, সেই মুখে বলা হলো সোণার গন্ধেশ্বরী—মা না ভাল হলে—

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিদায়িনীর মৃত্যু।

সংসার হালাহলে পূর্ণ। এ পৃথ্বী প্রস্তুতাবস্থা,—বিপদ, সম্পদ,—রোদন, হাস্য,—অন্ধকার, আলোক। গোপাল, পুত্র ও কন্যার বিবাহের পর মনে করিতেন তিনি বড় সুখী, ধনও অজস্রধারে আসিতেছে, সৎকার্য্যও করা হইতেছে ও ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে। কিন্তু পুষ্পের ভিতর হইতে কখন কখন ভুজঙ্গ প্রকাশ হয়। শান্তিদায়িনী বিবাহেতে অতিশয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন। অনেক কাঙ্গালি ও দুঃখী লোককে স্বহস্তে আহার দিয়াছিলেন, তাহাদিগের তৃপ্তি জন্য আপনি পাক ও পরিবেশন করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ পরিশ্রমে জ্বরেতে অভিভূত হইলেন, স্বামী ও পুত্র, কন্যা ও জামাতা নিকটে, তাঁহার পীড়া দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া ডাক্তর কবিরাজ আনাইলেন। কিন্তু যে পীড়া আরোগ্য হইবার নয়, তাহা আরামের দিকে আইসে না। পীড়ার উত্তর উত্তর বৃদ্ধি। বিজ্ঞ কবিরাজেরা বলিলেন, রোগ ঔষধি মানিতেছে না। তখন স্বামী অতিশয় অস্থির হইয়া স্ত্রীর গলদেশে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার মৃত্যুতে হয় আমি ক্ষিপ্ত হইব, নতুবা কঠোর রোগগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিব। স্ত্রী উত্তর করিলেন, জন্মগ্রহণ করিলে মৃত্যু অবশ্যই হইবে। আপনার ও সন্তানদিগের প্রতি আমার যাহা কর্ত্তব্য

তাহা করিয়া আমি জগদীশ্বরকে ধ্যান করত পরলোকে গমন করিতেছি, তাহাতে মৃত্যুকে মৃত্যুবোধ হইতেছে না, আমি যেন শরীর হইতে সুখে গমন করিতেছি। আপনার ও সমাহিতার হস্তে ভবতোষকে দিলাম, এই সন্তান যাহাতে ঈশ্বরপরায়ণ হয় তাহা করিবেন। স্বামী পত্নীর হৃদয়ভেদী বাক্য শ্রবণ করত মূর্চ্ছাগত হইলেন। শান্তিদায়িনীর পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া আবাল বৃদ্ধ কুলকন্যা দুঃখী দরিদ্র সকলে অশ্রুপূর্ণ নয়নে আসিয়া দেখিলেন, যে উক্ত ধর্ম্ম-পরায়ণা নারী যদিও রোগে অভিভূত,কিন্তু বদন যেন স্থিরজ্যোৎস্না ও ওষ্ঠ মৃদু-হাস্যতে পূর্ণ। যাবতীয় আত্মীয়বর্গ তাঁহার শয্যা অশ্রুতে সিক্ত করিলেন। কেহ বলেন, আমি ইহাকে মাতার ন্যায় দেখিতাম, কেহ বলেন,আমি দুহিতার ন্যায় দেখিতাম, কেহ বলেন, আমি ইহাকে সুহৃদত্তম সখীর ন্যায় দেখিতাম। দুঃখী দরিদ্র লোকেরা বলিল, আমরা কাহার নিকট মাতৃস্নেহ পাইব ? সকলের শোকবাক্য শ্রাবণের ধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। এদিকে কাল বিলম্ব নাই, নদী-তীরে কেবল স্ত্রীলোকের দ্বারা মুমূর্ষু আনীত হইলেন।

সমাহিতা ঊর্দ্ধদৃষ্টিপূর্ব্বক শান্তিদায়িনীর নয়নের সহিত আপন নয়ন একত্র করিলেন। ইহাতেই তাঁহার নিগূঢ় উপাসনা ব্যক্ত হইল। যেমন সূর্য্য অস্তমিত হইল, শান্তিদায়িনী যেন সকলের শান্তি হরণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। অসংখ্য লোক উপস্থিত। তাঁহাদিগের হৃদির স্রোত হইতে অবিশ্রান্ত বারি বিনির্গত হইতে লাগিল। মৃত্যুর পর যে স্বর্গে যায় তাহা এখানেই জানা যায়।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.
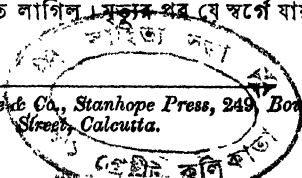
HARE PRIZE FUND COMMITTEE.

Committee:

The Rev. Dr. K. M. Ban-nerjea,

Baboo Debender Nath Tagore,

Baboo Shib Chu
Deb,

Baboo Dwijender
Tagore,

Baboo Peary Chand Mittra, *Member and Secret*

Publications.

1. Adhyatmika Bignan, by Shib Chunder De
2. Mahilavali or Exemplary Female Biograp by Gopee Kissen Mitter.
3. Selections from Bamabodhini Patrika, 2 V
4. Hindu Female Compositions, Part I.
5. Life of David Hare, in Bengali by Peary Mittra.

6. Adhyatmika, in Bengali by Peary Chand
7. On the Culture and Condition of Hin males, by Peary Chand Mittra.
8. Bamatoshini, by Peary Chand Mittra.

LIST

OF

P. C. MITTRA'S WORKS.

---

1. Aláler Ghorer Dúal—the first novel in Bengali ... ...
2. Madakháoyá-bara-dáya and Jat Thákár-ki Upáya—a satirical work on Drinking and Caste in Bengali ... ...
3. Rámáranjika—Conversations, Biographical Sketches of Exemplary Women, Moral Lessons, &c., in view to Female Education ... ...
4. Jatkinchit —a Treatise on Theism and Spiritualism in Bengal 0 12
5. Avedi—a Spiritual Novel in Bengali ... 0
6. A Biographical Sketch of David Hare, with three lithographs, in English .. 1
7. Do. do. in Bengali, with one lithograph 0 2
8. The Culture and State of Hindu Females in Ancient times, with a colored lithograph of a Holy Woman, in Bengali ...
9. The Spiritual Stray Leaves, in English ... 1
10. Adhyátmika—a Spiritual Novel, having reference to *Yoga* and Spiritual Culture, in Bengal, with two illustrations .. 1
11. Gitánkur—Hymns in Bengali 0
12. Krishi Pátha, or Agriculture Readings, in Bengali, (written for the Agriculture and Horticultural Society of India .. 0
13. Stray Thoughts on Spiritualism, in English 0
14. Life of Dewan Ramcomul Sen, in English 1
15. Do. do. Colesworthy Grant 1
16. On the Soul: Its nature and development .. 1
17. Agriculture in Bengal 0